CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 July, 2023 ■ আগরতলা ২৬ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ৯ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রুখিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের মৌ স্বাক্ষরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। রুখিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণে বন ও পরিবেশ মন্ত্রক সম্মত হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই দাবি করলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন শ্রী নাথ বলেন, ত্রিপুরা সরকার রুখিয়া তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের বর্তমান উৎপাদন ৬৩ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ১২০ মেগাওয়াটে নিয়ে যেতে চাইছে। এ বিষয়ে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা ও মিলেছে।

তাঁর কথায়, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রুখিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র না নেওয়ার কারণে বর্তমানে জটিলতার সৃষ্টি

হয়েছে। যে কারণে কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা সরকারের আন্তরিক প্রয়াস থাকলেও রুখিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের কলেবর বৃদ্ধি করা যাচ্ছেনা বলে জানান তিনি।

এদিন তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, আগামী মাস খানেকের মধ্যেই রুখিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র মিলতে পারে। এদিন বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে উল্টোরথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত আরও একজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। কুমারঘাটে উল্টোরথ দূর্ঘটনা কাণ্ডে মৃত্যু হলো আরো একজনের। এনিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হলো নয়জন। মৃতার নাম দ্রৌপদী মালাকার। বাড়ি কুমারঘাটের ৯১ মাইল এলাকায়। উল্লেখ্য, গত ২৮ জুন কুমারঘাটে ইসকন আয়োজিত উল্টোরথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিলো দুই শিশু সহ সাত জনের।

বিদ্যুতের ছোবলে আহত হয়েছিলেন আরো পনেরো জন পূন্যার্থী। তাদের অনেকেই চিকিয়সাধীন ছিলেন আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে। যদিও ঘটনার দিনই ঘটনাস্থল ঘুরে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা এবং আহতদের চিকিৎসার সমস্ত ব্যায় রাজ্য সরকার বহন করবে বলে ঘোষনা দিয়েছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসক মানিক সাহা।

পরে জিবি থেকে আহত তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত কদিন আগেই সরকারীভাবে পাঠানো হয় দিল্লীতে। বহিঃরাজ্যেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যার্থ করে মঙ্গলবার মৃত্যুর কোলে ঢোলে পরে দ্রৌপদী মালাকার নামে আরো এক মহিলা। উল্লেখ্য উল্টোরথে দূর্ঘটনার দিনই মৃত্যু হয়েছিলো মৃত দ্রৌপদি মালাকারের ছয় বছরের ছেলেরও। এই ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা কুমারঘাট জুড়ে।

এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে আজ অনাস্থা প্রস্তাব আনবে 'ইন্ডিয়া'

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।।

নয়াদিল্লী, ২৫ জুলাই।। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে আগামীকাল অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২৬টি বিরোধী দলের জোট 'ইন্ডিয়া'। বিরোধীদের এই উদ্যোগ অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ বলেন মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। অনাস্থ প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও বেশী চাপে ফেলার প্রয়াস হবে। কারণ সম্প্রতি মণিপুরে যে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে সেই সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে যে অস্থির পরিস্থিতি বজায় রয়েছে তা প্রকাশ্যে আসবে।

বিরোধী দলগুলি দাবি করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মণিপুরের ঘটনা নিয়ে সংসদে বক্তৃতা করা উচিত। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী কোন বিবৃতি দিচ্ছেন না। তাই চারদিন ধরে সংসদে কোন কাজকর্ম হচ্ছে না। গত আশি দিনেরও বেশি সময় ধরে মণিপুরে সম্পূর্ণ আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং নিষ্ক্রিয়তার জন্য। রাজ্যে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা গুরুতর আক্রমণের মুখে পড়েছেন।

এদিকে, লোকসভায় তাদের আরামদায়ক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সরকারের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই তবে এটি অবশ্যই তাদের পরীক্ষা করবে কারণ ৪৭ জন উপজাতীয় সংসদ সদস্য উপজাতীয় সম্প্রদায়ের এবং তারা যদি অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দেয় তবে অবশ্যই এটি কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য বড় বিব্রতকর পরিস্থিতির কারণ হবে।

মজার বিষয় হল, অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলে তা সরকারের পতন ঘটবে না কিন্তু এটি ২৬টি বিরোধী দলকে এবং বিশেষ করে অনেক বিরোধী দলকে উৎসাহ দেবে যারা মণিপুর সমস্যা সমাধানে এখনও কথা বলেননি বিশেষ করে বিজেডি, বিএসপি, টিডিপি, ওয়াইআরএসসিপি, বিআরএস।

এদিকে, 'মণিপুরে আমরা ইন্ডিয়া নামের নতুন অর্থ গড়ে তুলব।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-কে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের তুলনার জবাবে একথা বলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

মঙ্গলবার সকালে রাজধানীতে বিজেপির সংসদীয় দলের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বৈঠকেই বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-কে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের তুলনা করলেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার বিজেপির সমসদীয় দলের বৈঠকে মোদি একই সঙ্গে 'ইন্ডিয়া'র বিরোধীতা করতে গিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রসঙ্গও টেনে আনেন। তিনি বলেন, ইন্ডিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীরামপুরে দেশী বন্দুক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ জুলাই।। গতকাল রাত আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকার তপন দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দেশি গাদা বন্দুক উদ্ধার করে পুলিশ। সেই সাথে পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে তপন দাসকে।

গতকাল দুপুরে সইফুল মিয়া ও ইকবাল হোসেনের অভিযোগের ভিত্তিতে রাজনগর পি আর বাড়ি থানার ওসি খোকন সাহার নেতৃত্বে শ্রীরামপুর ফাড়ির পুলিশ অভিযান চালায় চালানো হয়। দেশি বন্দুক দেখিয়ে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল দুপুরে দক্ষিণ শ্রীরামপুর এলাকায় , ছিনতাইকারী তপন দাসকে সাত হাজার টাকা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে কোন মতে প্রাণে বেঁচে ইকবাল হোসেন ও সইফুল মিয়া শ্রীরামপুর পুলিশ ফাঁড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রাহকের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ বীমা এজেন্টের বিরুদ্ধে

কমলাসাগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। রাজ্যের সর্বত্রই চিটফান্ডের এজেন্টদের দ্বারা আর্থিকভাবে প্রতারণার শিকার হয়েছেন মানুষ। ঠিক একই ভাবে এবার লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন বীমা প্রকল্পের এক এজেন্ট এর দ্বারা টাকা আত্মসাৎ সহ প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ তুললেন এক গ্রাহক। জানা গেছে, কমলা সাগর বিধানসভার নোয়াপাড়া এলাকার এক অসহায় দিন দরিদ্র সালমা খাতুন নামে এক মহিলা গোলাঘাটি এলাকার তাপস ভৌমিক নামে এক ব্যক্তির কাছে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে লাইক ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন এর একটি বীমা পলিসি করেছিলেন গত ২০২১ সালে।

ওই মহিলা সহ উনার স্বামী মানুষের বাড়িতে কাজ করে এই বীমা প্রকল্পের জন্য প্রতি মাসের ৭৩০ টাকা করে জমা রাখতে শুরু করেন। ওই মহিলা এক বছর টাকা জমা দেওয়ার পর কোন রশিদ এনে দেখাতে পারেনি মহিলাকে। পরে ওই মহিলাকে ২০২২ সালের দুটি রশিদ এনে দেয়। তখন ঐ মহিলার সন্দেহ জাগে কারণ ওই মহিলা শুধু একটি পলিসি করেছিলেন তার বদলে মহিলাকে দুইটি পলিসির রশিদ এনে দেওয়া হয় তাছাড়া ওই মহিলা পলিসি করেছিলেন ২০২১ সালে কিন্তু ওই মহিলাকে ২০২২ সালের রশিদ এনে দেওয়া হয়। তখন মহিলা তাপস ভৌমিক নামে ওই এজেন্টকে জিজ্ঞাসা করে যে এক বছরের জমা দেওয়া টাকা কোথায়? তখন এজেন্ট তাপস ভৌমিক মহিলাকে অনেক কিছু বলে বুঝানোর চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু ওই মহিলা গ্রাহক কোন কিছুই বুঝতে বাকি ছিল না। ওই মহিলার সম্পূর্ণভাবেই বুঝে গিয়েছিল লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন এর এজেন্ট তাপস ভৌমিক ওই মহিলার এক বছরের জমানো টাকা আত্মসাৎ করে ফেলেছে এবং দিনের পর দিন ওই মহিলার সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছিল। অবশেষে গ্রাহক সালমা খাতুন নামে ওই মহিলা লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন এর কাছে জমানোর সম্পূর্ণ টাকা ফেরত চাইছে। ওই মহিলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে বিস্তর পরিমানে নেশা সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে এক বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬ কেজি শুকনো গাঁজা, ১৯৫টি ইয়াবা টেবলেট, নগদ ৩৫ হাজার টাকা, একটি বাইক সহ দুটি মোবাইল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সাথে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। আজ সকালে অভিযুক্তদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে থানায় খবর আসে ধর্মনগর দূর্গাপুর এলাকায় প্রচুর পরিমান নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই মোতাবেক সোমবার গভীর রাতে ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জামসেদ আলীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছিল। বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬ কেজি শুকনো গাঁজা, ১৯৫টি ইয়াবা টেবলেট, নগদ ৩৫ হাজার টাকা, একটি বাইক সহ দুটি মোবাইল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সভাপতির পদ ছাড়লেন পীযুষ বিশ্বাস রাজ্যে বিপর্যয়ের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয়েছে। তৃণমূলের ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বরিষ্ঠ আইনজীবি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস। ব্যক্তিগত কারণে তিনি তৃণমূলের সভাপতি পদ এবং দল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তবে, শীঘ্রই তিনি বিজেপি-তে যোগ দেবেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ত্রিপুরায় সংগঠন বিস্তারে তৃণমূল কংগ্রেস খুবই তৎপর রয়েছে। আগরতলা পুর নিগম এবং ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ত্রিপুরায় আদা জল খেয়ে নেমে পড়েছিল। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তাবড় তাবড় নেতা-নেত্রী ঘনঘন ত্রিপুরা সফর করেছেন। বাদ যাননি তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কিন্তু, ফলাফলের খাতায় শূন্য প্রাপ্তি হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জামানত জব্দ হয়েছে।

সম্প্রতি তৃণমূলের বহু পুরনো নেতা আশীষ লাল সিংহ দল ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। আজ দলের সভাপতি পদ থেকে পীযুষ কান্তি বিশ্বাসের পদত্যাগে ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় বিপর্যয় নেমে এসেছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এদিন পীযুষ বাবু বলেন, একান্তই ব্যক্তিগত কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। কারণ, বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যক্তিগত সমস্যার জেরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবেশী দুই মহিলার সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। প্রতিবেশী দুই মহিলার মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি, এরপর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় গোটা এলাকাতে। ঘটনা মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত করইলং এলাকায় শিপ্রা সরকার এবং রীনা সরকার নামের দুই প্রতিবেশী নিজেদের মধ্যে বাড়ির ড্রেনের জল নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়ে, একটা সময় এই বচসা চূড়ান্ত আকার ধারণ করলে রীনা সরকার পাথর জাতীয় কিছু একটা জিনিস দিয়ে শিপ্রা সরকারের মাথায় আঘাত করে বলে অভিযোগ।

ঘটনাটা চাক্ষুষ করতে পেরে প্রত্যক্ষদর্শীরা তড়িঘড়ি শিপ্রা সরকারকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে রক্তাক্ত অবস্থায় নিয়ে গেলে সেখানে তার চিকিৎসা হয়।গোটা ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক উৎকণ্ঠাও তৈরি হয়েছে। এভাবে বাড়ির ড্রেনের জল যাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী দুই মহিলার মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষকে কোনোভাবেই ভালোভাবে মেনে নিচ্ছে না এলাকার শুভ চিন্তক মহল। ঘটনার পারিপাশকিতা এবং সম্ভাব্য ফলাফল অনুমান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মী গুরুতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। বিশালগড় থানা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক পুলিশ কর্মী। পুলিশ কর্মীকে ধাক্কা দিয়ে পালায় বাইক চালক! আহত সহকর্মীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় দ্রুতগামী এক বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে পুলিশ কর্মী।

ঘটনা বিশালগড় এসডিপিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় সোমবার সন্ধ্যায়। আহত পুলিশ কর্মী হারাধন দেবকে সাথে সাথেই মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন নিজে নিয়ে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। আহত পুলিশ কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রেফার করা হয় রাজধানীর জিবি হাসপাতালে। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ঘাতক বাইক চালক। আহত পুলিশ কর্মীর বাড়ি বিশালগড় গোলাঘাটি কসবা এলাকায়। বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিসে নাইট ডিউটিতে যাওয়ার পথে ঘটে এই দুর্ঘটনাটি। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত ঘটনায় জড়িত বাইক আটক কিংবা বাইক চালককে সনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। উল্লেখ্য যান দুর্ঘটনা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। জাতীয় সড়কে যান চলাচলে গতি নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এ ধরনের দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

সংবিধান আদেশ বিষয়ক সংশোধনী বিল পাশ হওয়ায় জনজাতিরা উপকৃত হবেন ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতি সমাজের বাস্তবিক ক্ষমতায়ন এবং তাদের উন্নয়নের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে ত্রিপুরাসহ সমগ্র দেশে গুচ্ছ সফল পদক্ষেপ নিয়েছে। তার জন্য মোদীজির নেতৃত্বে সরকারের এই পদক্ষেপ কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। আজ রাজ্যসভায় সংবিধান আদেশ বিষয়ক (পঞ্চম সংশোধন) বিল ২০২২ এর উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এই কথা বলেন তিনি।

বিপ্লব বলেন এই বিল পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছত্রিশগড়ের আওতাধীন নাগরিকরা অধিকার পাবেন যারা এতদিন তপশিলি উপজাতি হয়েও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই বিল পাস হওয়ার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা সহ মন্ত্রিসভার সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ত্রিপুরার জনজাতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন রাজ্যে জনসংখ্যার ৩২ শতাংশ মানুষ জনজাতি। এর মধ্যে ১৯ টি উপজাতি সম্প্রদায় রয়েছে। মোদি সরকার এসে ডার লং সম্প্রদায় কে উপজাতি সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে রাজ্যে এখন জনজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে কুড়ি।

২০১২ সাল থেকে এই বিষয়টি পড়ে রয়েছে অথচ তৎকালীন কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট সরকার কেউই এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিষেধাজ্ঞার পরও তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। পরিবার কল্যাণ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার স্বাক্ষর করা নির্দেশনামা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কলাপাতা। বিগত ১৮ জুলাই ২০২৩ ইং তারিখে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এক নির্দেশনামা জারি করে রাজ্যবাসীর স্বার্থে সরকারি হাসপাতালে যারা পরিষেবা গ্রহণ করতে আসেন তাদের সার্বিক বিষয় চিন্তা করে নির্দেশ নামায় উল্লেখ করেছিলেন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪:৩০ মিঃ পর্যন্ত হাসপাতালে যখন ও.পি.ডি চলবে তখন কোনভাবেই কোন প্রকারের মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা এসে চিকিৎসকের সাথে কথা বলে কিংবা নিজেদের ব্যাবসার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে স্থানীয় মানুষদের অসুবিধে তৈরি করতে পারবেন না।

গোটা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন হাসপাতাল সমূহের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন তাদেরকেও অবগত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল গুলোর মধ্যেও বড় বড় হরফে সংশ্লিষ্ট নোটিশ সাটানো রয়েছে।কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে দপ্তরের অধিকর্তার নির্দেশ থাকলেও তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে মহকুমা চিকিৎসা আধিকারিক সহ বিভিন্ন চিকিৎসকেরা রোগী দেখার জন্য নির্ধারিত সময়ে নিজেদের ব্যাক্তিগত লাভা লাভের কথা চিন্তা করে নিদর্ধায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের সময় দিচ্ছেন।

সংশ্লিষ্ট নির্দেশ নামায় যেখানে লেখা আছে চিকিৎসক মহোদয়েরা যেখানে বসে রোগী দেখবেন সেখানে কোন নির্দিষ্ট কোম্পানির ঔষধের বিজ্ঞাপন থাকতে পারবে না, সেই জায়গায় দেখা যায় চিকিৎসক মহোদয়রা যে পেপার ওয়েট ব্যাবহার করেন, যে ক্যালেন্ডারটা ব্যাবহার করেন ,বা যে কলমটা ব্যাবহার করেন সেটাও নির্দিষ্ট ঔষধ কোম্পানির বিজ্ঞাপন বহন করে চলেছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশ্চর্য পূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মঙ্গলবার ধ্বঞ্জজঙ্খ অজিত দেববর্মা নিজেই দিনের ব্যাস্ততম সময়ে রোগী দেখার ফাঁকে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একাংশ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাছে সময় দিতে ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন ,যা আজ আমাদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

গোটা বিষয় নিয়ে হাসপাতালে লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকা রিপ্রেজেন্টেটিভদের সাথে কথা বললে উনার সরাসরি জানান আগরতলা বা বড়ো বড়ো জায়গায় নিয়মগুলো চালু রয়েছে, কিন্তু তেলিয়ামুড়ার মতো জায়গায় নিয়ম চালু হয়েছে কিনা তা তারা জানেন না ! আশ্চর্য উত্তর দিলেন মহোদয় গন। এর পাশাপাশি তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ যে সমস্ত চিকিৎসকেরা দপ্তরের নির্দেশিকাকে অমান্য করে চলেছেন তারা এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এখন দেখার বিষয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানাজানি হলে পরে এ বিষয়ে কি ব্যাবস্থা গ্রহণ করে কতৃপক্ষ।

বাইক দূর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। শান্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ী এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক ব্যক্তির। ঘটনার বিবরনে জানা যায় মঙ্গলবার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত পতিছড়ী এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মনপাথর ফাঁড়ী থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই শান্তিরবাজার দমকল বাহনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ঐ ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষনা করে দেন। এইদিকে মনপাথর ফাঁড়ী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটিকে উদ্ধার করে মনপাথর ফাঁড়ী থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান মৃত ব্যক্তির নাম ক্রাথাইয়া মগ। বাড়ি বীরচন্দ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর্থিক ঘোটালার অভিযোগ, ইপিএফ অফিসে ডেপুটেশন সাফাই মজদুর সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রতিমাসে ইপিএফ বাবদ টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইপিএফ—র খাতায় টাকা জমা পড়ছে না, এমটাই অভিযোগ অখিল ভারতীয় সাফাই মজদুর সংঘের রাজ্য শাখা কর্মীদের। তাই আজ আর্থিক ঘোটালার অভিযোগের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ইপিএফ ---র রিজিওনাল কমিশনারের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন সংগঠনের কর্মীরা।

সংগঠনের রাষ্ট্রীয় সম্পাদক তনুজ সাহার অভিযোগ, বিগত পাঁচ বছর ধরে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সাফাই কর্মীরা এইচআরডি নামক আউটসোর্সিং সংস্থার অধীনে কাজ করছেন। প্রতিমাসে সাফাই কর্মীদের বেতন থেকে ইপিএফর বাবদ অর্থ কাটা হচ্ছে। কিন্তু তা ইপিএফ—র

খাতায় জমা পড়ছে না। তাঁর আরও অভিযোগ, বিগত পাঁচ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ টাকার অর্থ নিয়ে ঘোটালা চলছে। এই সমস্ত বিষয়ে ইপিএফ—এ কর্মরত আধিকারিকরা অবগত আছেন বলেও দাবি করেন তিনি। তাই আজ আর্থিক ঘোটালার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে আজ ইপিএফ—র রিজিওনাল কমিশনারের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন সংগঠনের কর্মীরা।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ২৮২ ◻ ২৬ জুলাই ২০২৩ইং ◻ ৯ শ্রাবণ ◻ বুধবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অধীর-খাড়গেকে চিঠি শাহের

মনিপুরের পরিস্থিতি নিয়া উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে। স্পর্শকাতর এই বিষয়টি নিয়ে সংসদের অধিবেশনে বিঘ্ন ঘটিতেছে। বিরোধীরা বিষয়টিকে পুজি করিয়া রাজনীতির ফায়দা তুলিতে চেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে। দিন যত গড়াইতেছে পরিস্থিতি ততই খারাপের দিকে যাইতেছে। সরকার চেষ্টা চালাইয়াও সমস্যার সমাধানের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। মনিপুরের বহু তাজা প্রাণ অকালে হারাইয়া গিয়াছে। বহু ঘর বাড়ি ধনসম্পদ নষ্ট হইয়াছে। মা বোনদের ইজ্জত লন্ডনের ঘটনাও ঘটিতেছে। সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় ইহা খুবই উদ্বেগ জনক। দেশের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে

সহযোগিতা চাইয়া বিরোধীদের চিঠি লিখিয়াছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। লোকসভা ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী ও মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি লিখিয়াছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, মণিপুর নিয়া আলোচনা করিতে রাজি সরকার। কিন্তু তাহার জন্য রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলিয়া সব দলকে সহযোগিতা করিতে

হইবে। প্রসঙ্গত, বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই মণিপুর ইস্যুতে সুর চড়াইতেছে বিরোধী দলগুলি। একাধিকবার মুলতুবি করিয়া দেওয়া হইয়াছে দুই কক্ষের অধিবেশন।মঙ্গলবার মণিপুর প্রসঙ্গে লোকসভায় মুখ খোলেন শাহ। তিনি বলেন, বিরোধীরা আসলে সহযোগিতা করিতে চান না, তাই অধিবেশন চলাকালীন স্লোগান দিতে থাকেন। তবে এই প্রসঙ্গে দুই কক্ষের বিরোধী দলনেতাদের চিঠি দেওয়া হইয়াছে। মণিপুর নিয়ে সমস্ত রকম আলোচনার জন্য সরকার প্রস্তুত আছে। শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ আলোচনা করিবার জন্য সকলকেই স্বাগত জানানো হইবে। বিরোধী দলনেতাদের পাঠানো চিঠি টুইটও করিয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।অধীর রঞ্জন চৌধুরী ও মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি লিখিয়া শাহ বলেন, সংসদে শান্তিপূর্ণভাবে মণিপুর নিয়া আলোচনার জন্য আপনার সহযোগিতা চেয়ে চিঠি লিখছি। রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা করিতে সরকার একেবারে তৈরি রহিয়াছে। কোনও কিছুই লুকনোর নেই সরকারের। কিন্তু সমস্ত বিরোধী দলগুলির সহযোগিতা প্রয়োজন। দলীয় মতভেদ ভুলিয়া সহযোগিতা করিতে হইবে বিরোধীদের। সংসদের অচলাবস্থা কাটাইতে বিরোধী সাংসদদের নিয়া বৈঠক করিয়াছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। কিন্তু সেখানেও মণিপুর প্রসঙ্গে নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকেন বিরোধী সাংসদরা। মণিপুর নিয়া প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন তাঁহারা। স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকেও কোনও সমাধান সূত্র মিলেনি ।

চোপড়ায় চা গাছ নষ্টের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

চোপড়া, ২৫ জুলাই (হি.স.): সোমবার রাতের অন্ধকারে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার কুমারটোল এলাকায় চা গাছ নষ্টের অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সেখানে রাতের অন্ধকারে এক ক্ষুদ্র চা চাষির বাগানের কয়েক হাজার চা গাছ কেটে ফেলার পাশাপাশি উপড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। কেউ বা কারা আক্রোশের বশে এই কাজ করেছে বলে অনুমান স্থানীয়দের।

বাগান মালিক রৌশন আলি মঙ্গলবার চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রৌশনের অভিযোগ, এক বিঘা জমির চা গাছ দুষ্কৃতীরা কেটে-উপড়ে নষ্ট করেছে। পাশাপাশি বাগান থেকে অন্য গাছের চারা তুলে তা স্থানীয় ডোক নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া দিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা করেন তিনি।

মুম্বইয়ের আন্ধেরিতে ভূমিধস, ধ্বংসস্তূপের নিচে ৫টি বাড়ি

মুম্বই, ২৫ জুলাই (হি.স.): মুম্বইয়ের পূর্ব আন্ধেরিতে অবস্থিত চাকালা পাহাড়ের একটি অংশ ধসে রামবাগ সোসাইটির পাঁচটি বাড়ি ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে গেছে। এ ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। খবর পেয়ে দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ করছে।

বৃহন্মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) টিম রামবাগ সোসাইটির ১৬৫টি বাড়ি খালি করতে শুরু করেছে। মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিএমসি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রামবাগ সোসাইটি প্রায় ২৫ বছর আগে তৈরি হয়েছিল। এই সোসাইটির কাছেই চাকলা পাহাড়। এই সোসাইটির লোকজনকে বৃষ্টির আগে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য বিএমসি কর্তৃক সতর্ক করা হলেও, লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই স্থানে বসবাস করছেন। সোমবার রাত ২ টো নাগাদ পাহাড়ের আরেকটি অংশ ধসে রামবাগ সোসাইটির পাঁচটি বাড়ির ওপর পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনাস্থল থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরানো হচ্ছে। পাশাপাশি ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজও চলছে।

দিল্লিতে আবার বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা, বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে যমুনা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি.স.): দিল্লিতে বিপদসীমার উপর দিয়েই বইছে যমুনা নদীর জল। মঙ্গলবার সকাল ৭টায় যমুনার জলস্তর ছুঁয়েছে ২০৫.৪৫ মিটার। বিপদসীমা ২০৫.৩৩ মিটার। ফলে প্লাবন পরিস্থিতি ঘিরে সতর্ক দিল্লি প্রশাসন।

কিছু দিন আগে যমুনার জলোচ্ছ্বাসে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। এমনকি, লালকেল্লার দেওয়ালও ছুঁয়ে ফেলেছিল যমুনার জল। প্লাবিত হয়েছিল দিল্লির সবচেয়ে বড় শ্মশান নিগমবোধ ঘাট। তাই নতুন করে যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তায় প্রশাসন। সোমবার যমুনার জলস্তর ছুঁয়েছিল ২০৬.৫৬ মিটার।নতুন করে যমুনার জল বৃদ্ধি পাওয়ায় প্লাবন পরিস্থিতি ঘিরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। রবিবারই দিল্লিতে নতুন করে বন্যা পরিস্থিতির সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। নিচু এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরাতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন।

বৃষ্টি এবং হরিয়ানার হাথনিকুণ্ড বাঁধ থেকে জল ছাড়ার কারণে যমুনার জলস্তর বাড়ছে। উত্তর পূর্ব দিল্লির কিছু এলাকায় ভারী বর্ষণের পর শনিবার হরিয়ানার হাথনিকুণ্ড বাঁধ থেকে জল ছাড়া হয়েছে। তার পরেই যমুনার জলস্তর আবার বাড়তে শুরু করেছে। যমুনার জলস্তর এ ভাবে বাড়তে থাকলে দিল্লিতে আবার ধাক্কা খেতে পারে পানীয় জল সরবরাহ। ওয়াজিরাবাদের পাম্পিং স্টেশনে জল জমে থাকায় পানীয় জল সরবরাহে ঘাটতি হয়েছিল। পরে তা স্বাভাবিক হলেও নতুন করে জলস্তর বৃদ্ধির কারণে উদ্বেগ থাকছে। যমুনার জলস্তর বৃদ্ধি নিয়ে রবিবার দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার সঙ্গে কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

পণ্ডিত নেহরু প্রাচীন ভারতকে খুঁজেছিলেন সমন্বয়ের আলোয়

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

সম্প্রতি দিল্লির ত্রিমূর্তি ভবনের নেহরু সংগ্রহালয় ও পুস্তকালয়ের নাম বদলে রাখা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বাসস্থান ছিল এই ত্রিমূর্তি ভবন। ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুর পর এই ভবনে সংগ্রহালয়ের সূচনা। উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ। ইতিহাসের নিদর্শন আর বহু মনীষীর পাণ্ডুলিপিতে সমৃদ্ধ এই সংগ্রহালয় আমাদের ইতিহাসের মহান সাক্ষী। সঙ্গতভাবেই নেহরুর স্মৃতিবিজরিত এই ভবনের নাম তারই নামে নামানিত হয়েছিল। নাম বদলানো নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে। এর মধ্যে অনেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজেছেন। ভারত সংস্কৃতির সংগ্রহ প্রতিষ্ঠানকে নেহরুজির নামে নামাঙ্কিত সংগ্রহালয় ভবনের গুরুত্ব যেমন কমেনি, তেমনি নেহরুজির ইতিহাস সত্তাকেও ম্লান করা যায়নি।

মিউজিয়ামের পর পর কক্ষে পুরাতত্ব নিদর্শনের সামনে দাঁড়ালে যেন কালের ব্যবধান কেটে যায়। সংগ্রহের নানা স্থাপনায় কোথাও ফসিল, কোথাও ভাস্কর্য, চিত্রকর্মে অতীত কি অদ্ভুতভাবে সজাগ হয়ে ওঠে। রাজনীতির আড়ালে ইতিহাসের বিশ্বপথিক পণিত জওহরলাল নেহরুর এমনিই ভাবনা ছিল। তিনি বলতেন মিউজিয়াম কথা বলে। অনড় ভাস্করসূর্তির কথা চুপি চুপি কানে আসে। যেন বলে যায় আমরা অনেক সংগ্রামের অতীত চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরাও জীবনের সংগ্রাম ছেড়ে যেও না। ইতিহাসের চিরপথিক নেহরুজির দেশ ও বিশ্ব অনুসন্ধান লিপিবদ্ধ রয়েছে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল কারাবাসের সময়ে লেখা Discovery of India ও Glimses of world History গ্রন্থে। ভারত অন্বেষণে ইতিহাসের লণ্ঠন হাতে কয়েক হাজার বছরের মানুষের পরিচয় খুঁজেছেন তিনি। বহু শতাব্দীর ওপার থেকে আসা মানুষের স্রোত, তার গড়ে তোলা সমাজ সভ্যতার অনুসন্ধান করেছেন। Discovery of India ভারত ইতিহাসের আকরগ্রন্থ। প্রথমাংশে বর্ণিত প্রাচীন সুদীর্ঘ গ্যালারি। পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিল, যে ভারতবর্ষ তার রক্তপ্রবাহের মধ্যে মিশে আছে, তার এই মাতৃভূমিকে কি তিনি সত্যি করে চিনেছেন? নেহরুজির দৃঢ়বিশ্বাস ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতির মধ্যে জীবনীশক্তিসম্পন্ন মানবকল্যাণের দিক আছে, যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ভারতের মহত্ব। ভারত সন্ধানের প্রথমে নেহরুজি উপস্থাপন করেছেন ভারতের সিন্ধুর হরপ্পা সভ্যতার কথা। সিন্ধু সভ্যতার নগর জনপদের উন্নত রূপ দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। তার মতে বহু বছরের অপরিসীম ধৈর্য

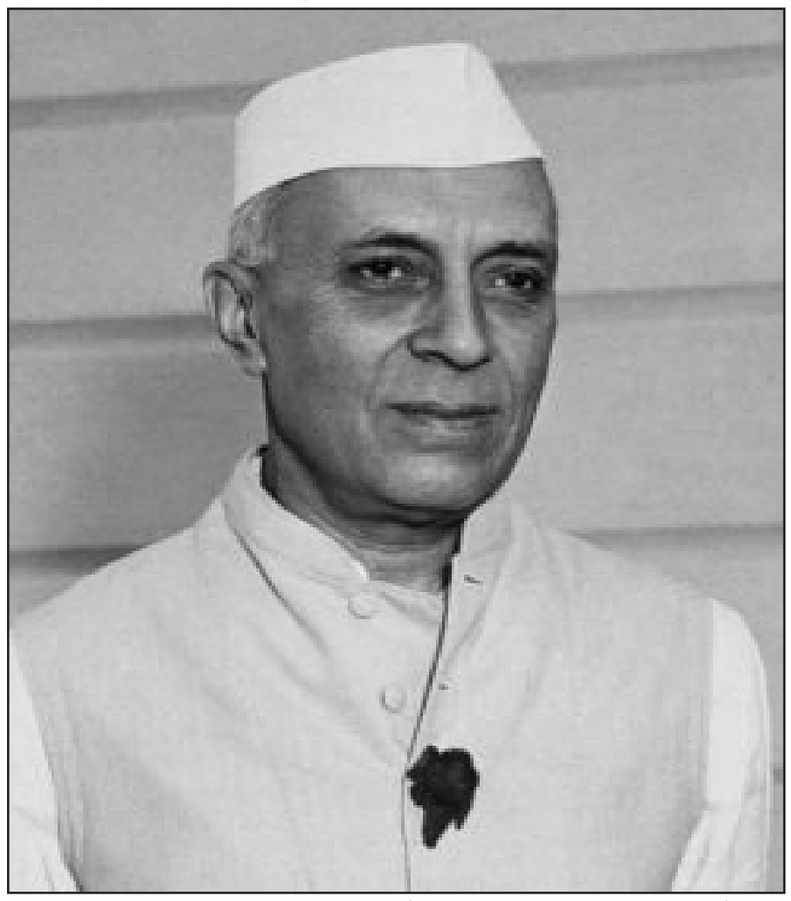

ও চেষ্টার ফসল এই সভ্যতা। যা আবহমান কাল ধরে আমাদের জীবনধারায় মিশে আছে। এই সভ্যতা ভারতের ভৌগোলিক সীমা পেরিয়ে প্রসারিত হয়েছিল তার বাণিজ্য, সংস্কৃতি নিয়ে। গ্রিস, চিন, আরব ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গড়ে তুলেছিল নিবিড় সম্পর্ক। নেহরুজি মনে করতেন হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর বিকাশের মূলে ছিল এদেশের মানুষের অবদান। এই সভ্যতার সঙ্গে তিনি দ্রাবিড়জাতি ও দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে মূলগত সাদৃশ্যের অনুমান করেছেন। সিন্ধু পরবর্তী অধ্যায়ে নেহরুজি আর্য জাতির সংযোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তার মতে এই জাতি নদীমাতৃক উর্বর অববাহিকা জুড়ে শুরু করেছিল কৃষি যুগের। আর্যদের এদেশের মানব পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর শুরু হয় বৈদিক যুগ। বৈদিক আর্য ধর্মকে পণ্ডিত নেহরু ব্যাপক বুদ্ধদেবের নির্বাণপথও তাই আর্যপথ নামে পরিচিত। আর্যদের আগমনের পর বহু জাতি এদেশের মাটিতে পা রেখেছে। ভারতের জনপ্রান্তরে এসে মিশেছে গ্রিক, ইরান। তুর্কি, সীথিয়ান, হুন, খ্রিস্টান, ইহুদি, জরাথুষ্টরা। নেহরুজি দেখাতে চেয়েছেন এইসব জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মাচারের নিজস্ব কোটরে অবস্থান করেনি। বর্ণভেদে, অন্যধর্মের প্রতি বিভেদের মনোভাব সত্তেও ভারতীয় মানব পরিবারের মধ্যে তারা মিশে গেছে। একটা বিশাল বহুজাতিক সমাজব্যবস্থার মহৎ মিলন দেখে নেহরুজি বিস্মিত হয়েছেন। তিনি মনে করেছেন মানবসমাজের কাছে এই মিলনাদর্শ ভারতের এক বিশেষ অবদান।

নেহরুজি মনে করেছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে ভারতে জাতীয়তার সুচনা আভাসিত হয়েছিল। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের পর আমরা পেয়েছিলাম তক্ষশীলা। চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে তখন বিশাল জনশক্তি। উত্তর ভারতের বিপুল জনসমর্থনের মধ্যে দিয়ে পাটলিপুত্র তখন রূপ নিল রাজধানীতে। মগধে উড়ল মৌর্য সাম্রাজ্যের বিজয় পতাকা। পণ্ডিত নেহরু মৌর্য সমাজ ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করেছেন মেগাস্থিনিদের ভারত বিবরণ ও চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে। গ্রাম ও নগরজীবনের কথা বলতে গিয়ে পল্লীর স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন শহরের বিধিব্যবস্থার ওপর। বর্ণিত হয়েছে সামাজিক রীতিনীতি, রাজস্ব, কৃষি, শ্রমশিক্ষা, আদম সুমারির প্রসঙ্গ। জানা যায় সে যুগে সিল্ক রুট ধরে চিন দেশে রেশম বাণিজ্যের কথা। তাঁর কথায়, আমরা পেয়েছি অভিষেককালে রাজাকে শপথ নিতে হত প্রজাদের সুখ কল্যাণ ও জীবনরক্ষা করতে। নেহরুজি মনে করতেন রক্তক্ষয়ী কলিঙ্গ যুদ্ধ অবসানের পর সম্রাট অশোকের হৃদয় পরিবর্তন ভারতে ধর্মভাবনার নতুন পথ সৃষ্টি করেছিল। ২৭৩ অব্দে সম্রাট অশোক তার সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সবরকম আক্রমণ পরিহার করে শুরু করেছিলেন অন্য আদর্শের জীবন। বুদ্ধের প্রচারিত সত্যের বাণীকে তিনি প্রসারিত করতে চাইলেন দেশের মানুষের মধ্যে। শুধু খোদিত অনুশাসনের মধ্যে নয়, বুদ্ধের আদর্শকে তিনি প্রসারিত করেছিলেন সিংহল, চিন, মঙ্গোলিয়াতে। ধর্মজয়ের এই অক্লান্ত সম্রাটকে তিনি ভারত অনুসন্ধানের স্মরণ করেছেন বিনম্র চিত্তে। নেহরুজি কুষাণ ও গুপ্তযুগে খুঁজে পেয়েছেন সমন্বয়ের সাধনাকে। এই সময় একই সঙ্গে প্রচলিত ছিল হিন্দ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। তার মতে, কুষাণ যুগ ছিল বৌদ্ধ ধর্মচর্চা ও সম্মিলনের যুগ। বহু দেশ থেকে ধর্মালোচনার জন্য একত্রিত হতেন বৌদ্ধ পণ্ডিতরা। রাজধানী পেশোয়ারে আয়োজিত হত বৌদ্ধধর্ম সঙ্গীতি সম্মিলন। তার লেখায় কুষাণ যুগে জরাথুষ্টর অগ্নি উপাসনার কথাও উল্লেখ আছে। মহাভারতের মতো মহাকাব্য রচনার ধারা গুপ্তযুগেও অব্যাহত ছিল। সৃষ্টি হয়েছিল কালজয়ী নাটক, কাব্য, পুরাণ। ভারতের ভাষা সংস্কৃতির খোঁজ করতে গিয়ে নেহরুজি দেখিয়েছেন মূল ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতির মিশ্রণের কথা। এই সময় আঞ্চলিক কথ্য ভাষাগুলি আমাদের প্রাচীন ভাষাগুলিতে প্রভাব ফেলতে থাকে। হয়। ভারত ইতিহাসের এই প্রবাহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন এই সময় ভারতীয় সমাজে এসে মেশে বহির্ভারতের নতুন প্রভাব। নেহরুজির ভাষ্য অনুযায়ী গুপ্তযুগের এই সময়কাল ছিল ভারত ও বহির্ভারতের সমন্বয়ের স্বর্ণযুগ।

৮ম শতকের পরে উত্তর পশ্চিমের গিরিপথ ধরে ভারতে আগমন ঘটে আফগান তুর্কিদের। এদেশে স্থায়ী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে লেগে গিয়েছিল কয়েক শতাব্দী। নেহরুজির মতে, এদেশে তাদের সমন্বয় গড়ে উঠতে লেগেছিল দীর্ঘ সময়। বহু বছর ধরে বিরুদ্ধতা আর অবিরাম অভিযান যখন তাদের সাফল্য এনে দিয়েছিল তখন আক্রান্ত দেশকেও তারা নিজের দেশ বলে আপন করে নিয়েছিল। মধ্যযুগের শুরুতে বহিরাগত জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে এই মেলবন্ধন নেহরুজির মতে ভারতে জাতিসমন্বয়ের এক নতুন অধ্যায়। সমন্বয়ের নীতি সাম্রাজ্যকে যে শক্ত বুনিয়াদের ওপর স্থাপন করতে পেরেছিলেন। ঘটেছিল উন্নত সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য, আইনশাস্ত্রের। তাঁর মতে আকবর পরবর্তী সম্রাটদের মধ্যে সমন্বয় বোধের অভাব ছিল বলেই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে শুরু করে। মুঘল শাসনের শেষে নতুন অর্থনীতির শাসন নিয়ে এসেছিল ইংরেজ। এসেছিল নতুন যুগ। নেহরুজির মতে এদেশের মানুষের চেতনার জাগরণ তাকে জাতীয়তা ও ধূমায়িত হয়েছিল মানুষের ক্ষোভ। তার মতে, সিপাহি বিদ্রোহের মতো নিদারুণ সংঘাত হল জাতিধর্ম নির্বিশেষে এদেশের মানুষের সংগঠিত প্রতিবাদ যা পরিণত হয়েছিল মুক্তি সংগ্রামে। নেহরুজি মনে করতেন আমাদের দেশে ধর্ম, পুরাণ ও ছায়া ফেলেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম মানব সম্পর্কের মধ্যে বর্ণবাদহীনতার নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে। দুটি ধর্মমতই অহিংসা ও সত্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনমনীয় প্রথার বিরুদ্ধে এই দুই ধর্ম প্রবল স্রোতের মতো এসে মানুষকে প্রতিবাদী করে তুলেছিল। নেহরুজির মতে এই মানসিক বিরোধের মূলে ছিল মানুষের একতা। পুরাণ, মহাকাব্যের সৃষ্টির ভাণ্ডারকে তিনি প্রকৃত ভারতকোষ হিসেবে মনে করেছিলেন ভারতের অর্ন্তবিপ্লবের কাহিনি, মহাভারতের কৃষ্ণকাহিনি ও ভাগবদ্গীতায় আলোচিত দর্শনকে পণিত নেহরু সমাজকল্যাণের দর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গীতা মানুষকে শিখিয়েছে জীবনযাপনের নৈতিকতা ও সুসংবদ্ধ সমাজ গঠন। সমগ্র মহাভারত এক মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে হলেও তার মধ্যে তিনি সন্ধান করেছিলেন অহিংসা ও সমন্বয়ের ভাবনাকে।

৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। পণ্ডিতজিত্ত ইতিহাসের পাতায় খুঁজেছিলেন এ দেশের মানবগোষ্ঠীর সমন্বয়ের প্রয়াসকে। কারাবাসের জীবনে মানসপটে ভেসে ওঠা ভারতবর্ষকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গের মধ্যে। নদী পাহাড় অরণ্য ঘেরা চেয়েছিলেন প্রাচীনতার খোলস ছাড়িয়ে দেশবাসীর নতুন জয়যাত্রা। এই জয়যাত্রা সফল করতে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের সংগ্রামকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। যুগযুগান্তরের মানবধারার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন প্রতীক্ষিত ক্রান্তিকালের লগ্ন। যে লগ্নে ভারতবর্ষের মহামানবের সাগরতীর মানুষের সমন্বয়ে ভরে উঠবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জ্ঞানের সংকট ও প্রকৃত জ্ঞানের খোঁজে

রুদ্র ইকবাল

কোন বিষয়ের পুরোপুরি অনুকরণ ও পর্যাপ্ত তথ্য মুখস্থ করায় প্রকৃত জ্ঞান না। তবে বর্তমান সময়ে তথ্য মুখস্থকরণ এবং উপলব্ধিহীন পাঠকেই জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মানুষ যদি জ্ঞানের সঠিক স্বরূপ উদঘাটন করতে না পারতো কিংবা পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত শুধু অনুকরণ বা অনুসরণের উপর নির্ভর করত তাহলে সে নিজেকে এবং তার বুদ্ধিমত্তাকে আবিষ্কার করতে পারতো না। প্রকৃত জ্ঞান হলো চিন্তার সাথে সত্যের সংযোগ, কোন বিষয়ের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত স্বরূপ উদঘাটন করে সত্য উপলব্ধি'ই করায় জ্ঞান।

প্রতিষ্ঠানিক ও গতানুগতিক জ্ঞান অর্জনে তথ্যের মুখস্থকরণ মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে বরং সৃষ্টি করছে অহংকারী ও নৈতিকতাবিহীন জ্ঞানী। যারা জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করতে পারে ও চিন্তার সাথে সত্যের সংযোগ সৃষ্টি করতে পারে তারা কেবল বিনয়ী হয়ে উঠে। যারা স্বরূপ উদঘাটনে ব্যর্থ হয় তারা অহংকারী হয়ে উঠে। এই অহংকার বৃদ্ধি পায় উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষক হওয়ায়, কখনো বা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী হওয়ায় কিংবা শ্রেণির প্রথম সারির শিক্ষার্থী হওয়ায়। আহমদ ছফা জ্ঞানের অহংকার নিয়ে বলেন, 'বড় বড় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের চেয়ে অহংকারটাই বেশি শিখে।'

সত্য ও প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ উদঘাটন নিয়ে জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নিৎশের মত হলো, পৃথিবীর সব বস্তুকে একেকটা নির্দিষ্ট রূপক অর্থ দিয়ে মানুষ নিজেদের মতো করে নাম দিয়েছে এবং তাকে প্রতিষ্ঠা করেছে পূর্ণাঙ্গ সত্য হিসেবে। প্রত্যেক বস্তুর আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুকে বুঝতে হলে ঐ বস্তুর মধ্যে লুকায়িত সত্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ খুঁজতে হবে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ খুঁজে বের করার মধ্য দিয়েই সেই বিষয় বা বস্তুর স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব যা প্রকৃত সত্য ও জ্ঞান'।

নীৎশের মতে, 'মানুষ সমাজ কর্তৃক স্ক্রিপ্টেড জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হয় কিন্তু এই জ্ঞানের স্বরূপ না জানার কারণে জ্ঞানের দম্ভ করে বেড়ায় তার মাধ্যমে সে নিজের দুর্বলতায় প্রকাশ করে দেয়। অনেক সময় সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত সত্য প্রকৃত সত্য উদঘাটনের পথে বাধা হয়েও দাঁড়ায়। সত্যের ছোয়া বিহীন জ্ঞানীরা মনে করে তাদেরকে নিয়ে সাধারণ মানুষ চিন্তা করে ও এবং জ্ঞানী ভাবে। এর রহস্য হলো- প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত না হওয়া। মানুষ যতই সত্য উপলব্ধি করতে পারে ততই সে দম্ভ থেকে মুক্ত হয়ে উঠে এবং প্রকৃত জ্ঞানী হয়ে উঠে।' সমাজ কর্তৃক তৈরী রূপক সত্যকে প্রকৃত সত্য হিসেবে মেনে নেওয়ার যে রীতি চলমান তা প্লেটোর এলিগরি অব দ্য ক্যাভ থিওরির সাথে মিলে যায়। যেখানে প্লেটো দেখায়, কিছু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একটি গুহায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় বন্দী থাকে। তাদের সামনে কিছু প্রাণীর ছায়া ভেসে উঠত তারা সে ছায়াকেই প্রকৃত সত্য হিসেবে মেনে নিতো। বন্দীদের মধ্য থেকে একজন একদিন মুক্ত হয়ে গুহার বাইরে চলে আসে এবং আবিষ্কার করে প্রকৃত সত্য সে বুঝতে পারে যে ছায়াকেই তারা সত্য হিসেবে বিবেচনা করতো তা নিছক ভ্রম।

প্লেটো তার এই থিওরির দ্বারা তুলে ধরেছেন, সমাজ দীর্ঘদিন ধরে যে বিষয়কে সত্য বলে আসতেছে তা মিথ্যাও হতে পারে। প্রকৃত সত্য উপলব্ধি ও আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন সমাজ কর্তৃক তৈরী জ্ঞানের শেকল ভাঙা।

সত্য ও সত্যের পথ খুঁজতে বিখ্যাত লেখক এমারসন লিখেছেন 'সেল্ফ রেলিয়েন্স'। এই প্রবন্ধে তিনি বারবার গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের প্রতি। পৃথিবীর অন্য কিছুর প্রতি বিশ্বাসের আগে নিজেকে বিশ্বাস করতে বলেছেন। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলেই মানুষ সত্য ও জ্ঞানের সন্ধান পাবে, পাবে ঐশী আলোর সন্ধান। নিজের পথে চলতে গিয়ে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত সত্য যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা নির্দধিায় উপেক্ষা করতে বলেছেন। পৃথিবীর প্রকৃত জ্ঞানীরা নিজ পথে ভ্রমণ সত্যের স্বরূপ উদঘাটন করেই পৃথিবীকে দিয়েছেন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য। একজন মানুষ জীবন ও জগৎ থেকে যে রহস্য উদ্ধার করতে পারে যদিও তা সমাজস্বীকৃত নয় তাই তার জ্ঞান, তাই সত্য। কাজী নজরুল ইসলাম "আমার পথ" প্রবন্ধে দৃঢ় চিত্তের সাথে উল্লেখ করেছেন- 'আমার সত্যই আমার পথ।'

সক্রেটিস আবার নৈতিক উৎকর্ষের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। সক্রেটিসের মতে, মানুষ যখন নৈতিক ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং সত্যের খোঁজ করে তখন সে আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও বাস্তবিক সত্য সম্পর্কে অবগত হতে থাকে। আর এই সত্যই হলো জ্ঞান। সক্রেটিসকে এই সত্য ও তার উপলব্ধ জ্ঞান আঁকড়ে ধরতে গিয়ে তৎকালীন রাজা কর্তৃক হেমলক পান করানো হয়, মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হয়।

অনুকরণের যুগে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে মানুষ ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ এমারসন বলেছেন, 'অন্যকে অনুকরণ'ই হলো আত্মহত্যা। অনুকরণ বিহীন সত্য উপলব্ধির দ্বারা মানুষ প্রকৃত জ্ঞানের নিকটে যায় এবং এই জ্ঞানের উৎকর্ষতাই তাকে জ্ঞানের দম্ভ, অনৈতিক হওয়া থেকে রক্ষা করবে। যে যত স্বরূপ উদঘাটন করতে পারবে সে তত সত্য জানবে, সে ততই প্রকৃত জ্ঞান আবিষ্কার করতে পারবে।

'ইন্ডিয়া'-কে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের তুলনা প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি.স.): বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'কে আক্রমণ করতে গিয়ে এ বার নিষিদ্ধ জঙ্গি দল ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের প্রসঙ্গ টানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে তুলনা করলেন ব্রিটিশদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরও। বললেন, "ইন্ডিয়া নাম নিলেই কিছু হয় না।"

মণিপুর নিয়ে বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভে অচল সংসদের বাদল অধিবেশন। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে সরব 'ইন্ডিয়া'। এই নিয়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে বিরোধী জোট। এই আবহে মঙ্গলবার সকালে রাজধানীতে বিজেপির সংসদীয় দলের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বৈঠকেই বিরোধী জোট নিয়ে এমন কটাক্ষ করেন মোদী। সেই বৈঠকেই বিরোধী জোটকে কটাক্ষ করেন মোদী। তিনি বলেন, "২০২৪ -এ আবার আমরাই ক্ষমতায় আসব। বিরোধীদের জোট ইন্দিয়া নিয়ে বলেন, নামে এক, আর কাজে আরেক। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি করেছেন বিদেশি। ব্রিটিশরা এদেশে এসে নিজেদের নাম দিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বিরোধীরাও নিজেদের ইন্ডিয়া নাম দিয়েছে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির নামেও ইন্ডিয়া রয়েছে। ইন্ডিয়া নাম দিলেই বড় কোনও কাজ করা যায় না।"

এদিনের বৈঠক শেষে বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, "আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে গর্বিত। ২০২৪ সালে আমরাই ক্ষমতায় ফিরছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি করেছেন বিদেশি। এখন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্টের মতো নামকরণ করছে লোকেরা। উপর উপর কোনও কিছুকে দেখা এবং ভেতরে ঢুকে তার সত্য অর্থ বোঝা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।" বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তৈরি করেছেন এও হিউম, তিনি এক জন বিদেশি নাগরিক। মুজাহিদিনরা নিজেদেরকে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন বলে উল্লেখ করে। পিএফআই-এর পুরো নাম পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া। যে কোনও কিছুর সঙ্গে 'ইন্ডিয়া' শব্দ জুড়ে দেওয়া একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা (বিরোধী) শহুরে নকশাল। নিজেদের বৈধ করতে ইন্ডিয়া শব্দ জুড়ছে।"প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদী বাহিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে একজোট হয়েছে বিজেপি বিরোধী দলগুলি। বেঙ্গালুরুতে বিরোধীদের বৈঠকে জোটের নাম 'ইন্ডিয়া' (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়ান্স) ঠিক করা হয়েছে। বিরোধীদের জোট নিয়ে আগেও আক্রমণ শানিয়েছিলেন মোদী। সে বার তিনি বলেছিলেন, "নব্বইয়ের দশক থেকেই দেশে অস্থিরতা তৈরি করতে রাজনৈতিক জোটকে ব্যবহার করেছে কংগ্রেস। কখনও সরকার বানিয়েছে, কখনও ফেলেছে।" তিনি আরও বলেছিলেন, "নেতিবাচক কর্মসূচির উপর গড়ে ওঠা কোনও জোট সফল হতে পারে না। ওটা তো দুর্নীতি এবং পরিবারতন্ত্রের জোট। কেউ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হলেই বিরোধী জোটে প্রবেশাধিকার পেয়ে যান।"

ডেঙ্গিতে কলকাতায় মৃতের সংখ্যা বাড়ল

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি.স.): ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে আরও দু'জনের মৃত্যু হল কলকাতায়।

লেকটাউনের বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে ৩০ বছরের এক মহিলার। তিনি বাঙুর অ্যাভিনিউয়ের বাসিন্দা। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে তাঁর জ্বর এবং অন্য উপসর্গ ছিল। ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল তাঁকে। গত ২১ জুলাই মৃত্যু হয় ওই মহিলার।

ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে আরও এক জনের। ৬৬ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধ নদিয়ার তাহেরপুরের বাসিন্দা। গত ১৯ জুলাই কলকাতার ফুলবাগানের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। ২১ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গির উল্লেখ রয়েছে। মঙ্গলবার এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসে।

প্রসঙ্গত, শনিবার শহরে ডেঙ্গিতে প্রাণ হারিয়েছে দশ বছরের এক নাবালিকা। শনিবার পার্ক সার্কাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। কলকাতার পিকনিক গার্ডেনে তার বাড়ি। বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাকে। ডেঙ্গির উপসর্গ ছিল। তার মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গির উল্লেখও রয়েছে।

আইন ভেঙে পদত্যাগ করলেন নিউজিল্যান্ডের আইনমন্ত্রী

ওয়েলিংটন, ২৫ জুলাই (হি.স.): দুইটি আইন ভাঙার দায়ে অভিযুক্ত নিউজিল্যান্ডের আইনমন্ত্রী কিরি অ্যালান পদত্যাগ করেছেন। বেপরোয়া গাড়ি চালনা এবং সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িত থাকা সত্ত্বেও গ্রেফতারর এড়ানোর চেষ্টায় অভিযুক্ত হওয়ার পর তিনি তার পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

কিরি অ্যালানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি, নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনে মাতাল অবস্থায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি এক দুর্ঘটনার ঘটিয়ে বসেন। পরে তাকে পুলিশ স্টেশনে নিতে চাইলে এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে তিনি খারাপ ব্যবহার করেন। পরে গত রবিবার স্থানীয় সময় রাত নয়টায় তাকে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরপরই দেশটির প্রধানমন্ত্রী ক্রিস হিপকিন্স জানান, আইনমন্ত্রী কিরি অ্যালান তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি বলেন, অ্যালানের বিরুদ্ধে রাস্তায় গাড়ির বেপরোয়া ব্যবহার এবং এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি তার নিঃশ্বাসে অতিরিক্ত অ্যালকোহলের উপস্থিতিও পাওয়া গেছে।

এসব অভিযোগ ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে পদ ছাড়ার ঘোষণা দেন অ্যালান। তার পদত্যাগের ফলে নির্বাচনী বছরে মন্ত্রিসভা ছেড়ে দেওয়া চতুর্থ কিউই মন্ত্রী হলেন তিনি।

এ বিষয়ে অ্যালান বলেন, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আমি বেশকিছু ব্যক্তিগত সমস্যার মুখে পড়েছি। তারপরও আমার বিশ্বাস ছিল, মন্ত্রিত্বের দায়িত্বের পাশাপাশি আমি সেই সমস্যাগুলো ভালোভাবেই মোকাবেলা করতে সক্ষম হব। তবে রবিবারের ঘটনা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, আমি ঠিক নেই। আমি ওই সড়ক দুর্ঘটনার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে ওই দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, আইন মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও জরুরি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন কিরি অ্যালান। মানসিক অসুস্থতার কারণে কিছুদিনের জন্য ছুটিতে ছিলেন তিনি। সোমবার তার দায়িত্বে ফিরে আসার কথা ছিল। তবে এর আগেই পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন তিনি।

আরও দশ দিন স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী, পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা অনেকের

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : এমনিতেই আজ এই পুজো, কাল ধর্মঘট, পর্শু বড় সমাবেশ হরেক ছুতোয় বিঘ্নিত হয় পাঠক্রম। তার মধ্যে আদালতের নির্দেশ, রাজ্যে আরও দশ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্কুলেই রয়েছে বাহিনী। ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক শুরু হওয়া নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। শিক্ষকদের অনেকেই চিন্তিত পড়াশোনা নিয়ে।

১ আগস্ট থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন শুরু হওয়ার কথা সমস্ত স্কুলে। আদালতের নতুন নির্দেশের ফলে যে সব স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে যাবে, সেখানে ৩ অগস্টের আগে স্কুল খোলাই যাবে না। ফলে সেখানে কী করে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন শুরু হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

স্কুলগুলো জানিয়েছে, এ নিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছ থেকে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। যদিও পর্ষদের এক কর্তা বলেন, "যে সব স্কুলে এখনও বাহিনী রয়ে গিয়েছে, সেই সব স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের জানিয়েছেন, নিয়ম মেনেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।" যদিও কিছু স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, নিয়ম মেনে পরীক্ষা নেওয়ার কথা তাঁরা পর্ষদকে জানাননি। বরং নিয়মটা কী, সে ব্যাপারেই ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের একটি স্কুলের শিক্ষক তথা মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির এক সদস্যর কথায়, "আমাদের জেলায় বেশ কিছু স্কুলে বাহিনী রয়ে গিয়েছে। কয়েকটি স্কুলে বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কিছু ক্লাসরুমে ক্লাস শুরু হয়েছে। তবে এ ভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তখন প্রতিটি ক্লাসেই পরীক্ষা হওয়ার কথা।"

তিনি জানিয়েছেন, পরীক্ষা কী ভাবে হবে, তা পর্ষদকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। এপিডিআরের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, "এ ভাবে স্কুলবাড়িগুলো কেন্দ্রীয় বাহিনী দখল করে রাখার ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার অধিকার বিপন্ন। কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার বিকল্প ব্যবস্থা করে অবিলম্বে স্কুলবাড়িগুলো খালি করে দেওয়া হোক।"

দক্ষিণ ২৪ পরগনা মন্দিরবাজার এলাকার ঝাপবেরিয়া স্কুলের এক শিক্ষক জানিয়েছেন, তাঁদের স্কুল থেকে গত শনিবার বাহিনী চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাহিনী রয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, "বাহিনী কবে যাবে, কোনও ধারণাই নেই। ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ১ অগস্ট থেকে শুরু করা যাবে কি না, আমরা অন্ধকারে। নিয়ম মেনে পরীক্ষা নেওয়ার কথা পর্ষদকে বলিনি।"

বিষ্ণুপদ রায়ের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি.স.): ধূপগুড়ির বিজেপি-র বিধায়ক স্বর্গীয় বিষ্ণুপদ রায়ের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

টুইটারে মঙ্গলবার তিনি লিখেছেন, "জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মাননীয় শ্রী বিষ্ণুপদ রায়ের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর এই অকাল বিদায়ে বাংলার পরিষদীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি হল।

আমি শ্রী রায়ের আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।"

বিষ্ণুপদ রায়ের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা,২৫ জুলাই (হি.স.) : ধূপগুড়ির বিজেপি-র বিধায়ক স্বর্গীয় বিষ্ণুপদ রায়ের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

টুইটারে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, "আমার সহকর্মী এবং ধূপগুড়ির বিধায়ক বিষ্ণু পদ রায়ের দুঃখজনক ও অকাল মৃত্যু সম্পর্কে জেনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরশু তাঁকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাজ্য বিজেপি-র পক্ষ থেকে, আমি তাঁর পরিবার এবং বন্ধুদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। তাঁর আত্মা চির শান্তি লাভ করুক। ওম শান্তি।

কুল্লুর গাদসা উপত্যকায় মেঘ ভেঙে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

কুল্লু, ২৫ জুলাই (হি.স.) : মঙ্গলবার সকালে মেঘ ভেঙে কুল্লুর গাদসা উপত্যকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেড় শতাধিক ঘরবাড়ি। অনেক গবাদি পশুও মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জলে তলিয়ে গেছে। মঙ্গলবার ভোর ৪টার দিকে পাঁচনলায় মেঘ ভেঙে এই ঘটনা ঘটে। মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যার খবর পাওয়া মাত্রই গোটা উপত্যকায় আতঙ্কের পরিবেশ ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামবাসীরা প্রাণ বাঁচাতে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে। মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে বন্যায় পাঁচটি বাড়ি সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়েছে, প্রায় ১৫টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যায় দুটি সেতুও ভেসে গেছে।কুল্লু জেলা প্রশাসক আশুতোষ গর্গ জানিয়েছেন, মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে গাদসা-মানিয়ার রাস্তা অনেক

আলিয়ার বিরোধ কি মেরামত করা যাবে, সন্দিহান টিএমসিপি-ই

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : কেন একসঙ্গে সবাই মিলে পদত্যাগ? যে বিরোধ দেখা দিয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, তা কি মেরামত করা যাবে ? এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন খোদ তৃণমূলেরই সংশ্লিষ্ট কিছু নেতা।

অভিযোগ, ওই প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া তো হচ্ছেই না, তার সঙ্গে একের পর এক দুর্নীতি হয়ে চলেছে। টেন্ডার ছাড়াই একজনকে হোস্টেলের খাবারের বরাত দেওয়া হয়েছে। তিনি নিম্নমানের খাবার দিলেও পড়ুয়ারা কিছু বলতে পারছেন না। এই সবের নেপথ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মীর সিদ্দিকির হাত রয়েছে বলেও দাবি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ টাউন ক্যাম্পাসের টিএমসিপি সাধারণ সম্পাদক ওয়াদিল আলম বলেন, "আলিয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এখানে নানা অনিয়ম চলছে। সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে বার বার অভিযোগ জানিয়েও কাজ না হওয়ায় আমরা ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" এই প্রসঙ্গে সংগঠনের প্রধান তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন, "এটা একেবারেই সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমরা খুব তাড়াতাড়ি নতুন কমিটি তৈরি করব। তবে আমরা নিশ্চিত যে, আলিয়ার পড়ুয়ারা আগের মতোই টিএমসিপির সঙ্গেই রয়েছে।"

যদিও পদত্যাগীদের দাবি, পড়ুয়ারাও সব মিলিয়ে ক্ষুব্ধ। নানা কারণে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। পড়ুয়াদের স্বার্থপূরণ করতে না পেরেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত। পদত্যাগীদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে সাইকেল স্ট্যান্ড তৈরিতে দুর্নীতি হয়েছে। অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন অধ্যাপক এবং কর্মীর সঙ্গে যোগসাজশ রেখেই আদতে কলকাতা পুরসভার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র এই সব দুর্নীতিতে মদত দিচ্ছেন। সিদ্দিকি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত বলেও অভিযোগ। তেমন কিছু ছবি তাঁদের সংগ্রহে রয়েছে জানিয়ে আলিয়ার এক পড়ুয়া বলেন, "সিদ্দিকিদা দিনের পর দিন এখানে অরাজকতা করছেন। বার বার তাঁর নামে নালিশ করলেও উচ্চ নেতৃত্ব কোনও ব্যবস্থা নেননি।" পদত্যাগপত্রেও এ সব উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রশাসনিক বিভাগ থেকে শুরু করে ওয়েবকুপা, কারও সঙ্গে টিএমসিপির কোনও যোগাযোগ নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিস্বার্থের মুখ্য প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে তৃণাঙ্কুর বলেন, "যা যা অভিযোগ রয়েছে, সব খতিয়ে দেখা হবে। সংগঠনের জন্য যেটা ভাল, সেটাই হবে। কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্যি হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।" তবে যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মীর সিদ্দিকি। তিনি বলেন, "আমি সংগঠনের স্বার্থেই যা করার করেছি। কোনও অন্যায় কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত নই।" তাঁর বিরুদ্ধে অসামাজিক কাজকর্মের যে অভিযোগ উঠেছে, তাকে অবশ্য গুরুত্ব দিতে চাননি সিদ্দিকি।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর আসার দিন বদল

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর আসার দিন বদল হল। এবার থেকে আর সপ্তাহের শেষ দিন নয়, একেবারে প্রথম দিনই বিধানসভায় আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাদল অধিবেশনের শুরুতেই বিধানসভার তরফে বুলেটিন দিয়ে একথা জানানো হয়েছে। যদিও কেন এই দিন বদল, সে ব্যাপারে বিধানসভার তরফে কিছু জানানো হয়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই এই বদল হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বিধানসভা সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভায় আসার জন্য সাধারণত সপ্তাহের একটি দিন নির্ধারিত রয়েছে। সেটি হল, শুক্রবার। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভায় আসার জন্য শুক্রবার নির্ধারিত ছিল। এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন অধিবেশনে এবং বিভিন্ন সময়ে বিধানসভায় উপস্থিত থাকতেন মুখ্যমন্ত্রী।

কিন্তু, এবার থেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নির্ধারিত দিন হিসাবে আর শুক্রবার নয়, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় উপস্থিত থাকবেন।

প্রসঙ্গত, এবার ২৪ জুলাই, সোমবার থেকে বিধানসভায় বাদল অধিবেশন শুরু হয়েছে। নির্ধারিত সূচি মেনে অধিবেশন শুরুর আগে সকাল ১১টায় শুরু হয় সর্বদলীয় বৈঠক। যদিও ওই বৈঠকে বিজেপি ও আইএসএফ-এর তরফে কোনও বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন না। বিরোধী দলকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি অভিযোগ তুলেই সর্বদলীয় বৈঠক বয়কট করেন বিরোধীরা। যদিও তার জন্য অধিবেশন থেমে থাকেনি। বৈঠকের পর দুপুর ১২টায় বিধানসভায় বাদল অধিবেশন শুরু হয়। পাঠ করা হয় শোকপ্রস্তাব। তারপরই অধিবেশন মুলতুবি করে দেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০১৬ সালের নিয়োগের উপদেষ্টা কমিটি ২০১৮-তে কেন, তদন্তে গোয়েন্দারা

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : স্কুলে নিয়োগ মামলার তদন্তে এ বার উপদেষ্টা কমিটির ভূমিকা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে সিবিআই। রাজ্য সরকারি স্কুলগুলিতে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের বেআইনি নিয়োগের যে অভিযোগ উঠেছে, হাই কোর্টের নির্দেশে তার তদন্ত করছে সিবিআই।

দেখা গিয়েছে, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছিল ২০১৮ সালে। পরে তাঁদের সুপারিশেই নিয়োগ হয়। গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি কর্মী থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ প্রতি ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কমিটির ভূমিকা রয়েছে। এই কমিটির গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়ে স্কুল শিক্ষা দফতরকে চিঠি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, সেই চিঠির জবাব এসে পৌঁছেছে নিজাম প্যালেসে।

নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার দু'বছর পর উপদেষ্টা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন, কার নির্দেশে, কাদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি তৈরি হল, স্কুল শিক্ষা দফতরের কাছে তা জানতে চেয়েছে সিবিআই। এ ছাড়া, ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের নথিপত্র ঠিক আছে কি না, যোগদানপত্র কোথা থেকে দেওয়া হয়েছিল ইত্যাদি তথ্য এবং সেই সংক্রান্ত যাবতীয় নথি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, সিবিআইয়ের সেই চিঠির জবাব দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর। তাদের পাঠানো নথি ঘেঁটে এবং জবাব বিশ্লেষণ করে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উপদেষ্টা কমিটির ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গত শনিবার কেন্দ্রীয় সংস্থার ডাকে তাদে দফতরে হাজিরা দিয়ে এসেছেন স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রাক্তন প্রধান সচিব। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন তিনি ওই পদে ছিলেন।

সূত্রের খবর, কোথা থেকে কী ভাবে নিয়োগ হল, কারা উপদেষ্টা কমিটি গড়লেন, সেই সংক্রান্ত তথ্য তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। স্কুল শিক্ষা দফতরের জবাব বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে সিবিআই। নিয়োগ মামলার তদন্তে যে সব স্কুলে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ, তার একটি জেলাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করেছে সিবিআই। সেই তালিকা অনুযায়ী, সোমবার তারা কাটোয়ার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকেও নিজাম প্যালেসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

লাতেহার পলিটেকনিক কলেজের ঘর থেকে ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

লাতেহার, ২৫ জুলাই (হি.স.): ঝাড়খন্ডের বনপুর এলাকায় অমিত কুমার রবি নামে এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। নিহত ছাত্র রামগড় জেলার বাসিন্দা। সে লাতেহার পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র। যদিও প্রাথমিকভাবে পুরো ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে।

জানা গেছে, বনপুর এলাকায় একটি লজে ভাড়া নিয়ে থাকতেন অমিত কুমার রবি। সোমবার রাতে বন্ধ ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় তার দেহ পাওয়া যায়। ঘটনার খবর পেয়ে আশুতোষ কুমারের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের দেহ উদ্ধার করে হেফাজতে নেয়। বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তারা।ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিটি দিক বিবেচনায় রেখে ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে।

যে কক্ষে ছাত্রর দেহ পাওয়া গেছে সেটি ভিতর থেকে সম্পূর্ণ তালাবদ্ধ ছিল বলে জানা গেছে। নিহত ছাত্রের কানে ইয়ার ফোনও লাগানো ছিল। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

হঠাৎই স্তব্ধ আইআরসিটিসি পরিষেবা, সাইট ও অ্যাপে টিকিট অমিল

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : আইআরসিটিসি সাইট ও অ্যাপে অমিল ট্রেনের টিকিট। অনেকটা সময় কেটে গেলেও এখনও পরিষেবা স্বাভাবিক না হওহয়ায় মঙ্গলবার সকালে আইআরসিটিসি-র তরফে টুইট করতে বাধ্য হয়।

টুইটে বলা হয়েছে, প্রযুক্তিগত কারণের জন্যে টিকিট বুকিং পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না।আমাদের প্রযুক্তিগত দল সমস্যার সমাধান করছে। সমস্যা ঠিক হওয়ার সাথে সাথে আমরা অবহিত করব'। তবে প্রযুক্তিগত এই সমস্যার জন্য বিপাকে পড়েন অসংখ্য রেলযাত্রী।

মঙ্গলবার রাতে রেলের টিকিট বুকিং পরিষেবা কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল। রেলের সংরক্ষণ সংক্রান্ত সফটওয়্যারের রক্ষণাবেক্ষণের কারণে রাত ১১ টা ৪৫ মিনিট থেকে রাত ২ টো ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনে পূর্ব রেল, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, পূর্ব-উপকূলীয় রেল, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল, উত্তর-মধ্য রেল, দক্ষিণ-পূর্ব-মধ্য রেলের টিকিট কাটা যাবে না বলে জানানো হয়। তবে সকালেই টিকিট বুকিং করতে না পেরে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে অনেক যাত্রীই অভিযোগ করতে থাকেন যে, আইআরসিটিসির ওয়েবসাইট থেকে ট্রেনের টিকিট কাটতে পারছেন না। পরবর্তীতে কেউ আইআরসিটিসির ওয়েবসাইটেই ঢুকতে পারছিলেন না।

বরং ওয়েবসাইটে ঢোকার সময় একটি সংক্ষিপ্ত বার্তায় বলা হয়, 'ডাউনটাইম মেসেজ: রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য ই-টিকেটিং পরিষেবা মিলছে না। দয়া করে কিছুক্ষণ পরে চেষ্টা করেন। টিকিট ক্যানসেল করা এবং টিডিআর ফাইলের জন্য কাস্টমার কেয়ার নম্বর ১৪৬৪৬, ০৭৫৫-৬৬১০৬৬১ ও ০৭৫৫-৪০৯০৬০০-তে ফোন করুন। অথবা এ্ঠত্বদ্ধএ্ঠস্হন্ত্বঠত্ব.ত্বদ্রূদ্র-তে মেল করুন। এরপরই আইআরসিটিসি-র তরফে টুইট করে জানানো সমস্যার কথা।

ছেলের বটির কোপে মৃত্যু পুজোয় বসা বাবার

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : মানসিক সমস্যার কারণে পুজো করতে বসা বাবার গলায় বটির কোপ মারল ছেলে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বামনগাছি এলাকায়।

এই ঘটনায় রীতিমতো শিউরে উঠল বামনগাছি এলাকার মানুষজন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বছর ৫৭-এর রঘুনাথ শিকদারের। আটক করা হয় ছেলে লিটন শিকদারকে।

দত্তপুকুর থানা এলাকার বামনগাছি মণ্ডলগাথি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন রঘুনাথ। ছেলে লিটন শিকদার অতীতে নেশা করতেন। পরবর্তীতে গত কয়েক বছর ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগতে থাকেন বলেই জানা গিয়েছে। ছেলের চিকিৎসার জন্য বাবা-মা দুজনেই নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ছেলেকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে হোমেও রাখা হয়েছিল বলে জানান মা অঞ্জু শিকদার।

মঙ্গলবার সকালে বাবা রঘুনাথ শিকদার যখন পুজোর জন্য ঘরে বসে ছিলেন, সেই সময় ঘরে রাখা বটি দিয়ে ছেলে পিছন দিক থেকে গলায় কোপ দেয় বলে অভিযোগ। মুহূর্তেই লুটিয়ে পড়েন রঘুনাথ। রক্তে ভেসে যায় ঘর। শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্ত্রী সহ প্রতিবেশীরা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। পাশাপাশি অভিযুক্তকেও আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এই ঘটনায় প্রতিবেশীরা জানান, লিটন নেশাগ্রস্ত ছিল। সেই কারণেই মাঝে মধ্যে ঝামেলা ঝগড়া হত বাবা-মায়ের সঙ্গে। এদিনের এই ঘটনা সামনে আশায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রক্তচাপ থেকে কোলেস্টেরলয়ে সব লাইফস্টাইল ডিজিজের ওষুধ কলা

কথায় রয়েছে, রোজ একটা করে আপেল খেলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু তুলনা করে দেখলে, একটা আপেলের চেয়ে বেশি পুষ্টি রয়েছে একটা কলায়। একটা আপেলের চাইতে একটা কলায় চারগুন প্রোটিন, দ্বিগুণ কার্বোহাইড্রেট, তিনগুণ পটাশিয়াম, ভিটামিন সি, আয়রন ও দ্বিগুণ ফসফরাস রয়েছে। ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই কলা এড়িয়ে চলেন, কিন্তু রোজ একটা করে কলা খেলে ওয়ার্ক আউট করে নিলে ওজন বাড়ার ভয় নেই। তাছাড়া কলার মধ্যে ফ্যাট নেই আর ক্যালোরি ১০০-এর কম। অনেকেই হয়তো জানেন, কলা হজম ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু কলার উপকারিতা এখান অবধি সীমিত নয়। রক্তচাপ থেকে কোলেস্টেরলবিভিন্ন লাইফস্টাইল ডিজিজের ওষুধ হতে পারে কলা। পেট পরিষ্কার করে- কলার মধ্যে উচ্চ পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে। কলা প্রাকৃতিক অ্যান্টাসিড হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ গ্যাস-অম্বলের সমস্যা দূরে রাখে। এমনকী আমাশয়েভুগলেও আপনইকলা খেতে পারেন। কলা ফাইটোকেমিশিয়াল ফ্রুক্টো-অলিগোস্যা- কারাইড সরবরাহ করে, যা আমাদের কোলনে ভাল ব্যাকটেরিয়া সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পাশাপাশি খারাপ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এবং শরীরে জমা টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে। মেজাজকে উন্নত করে- কলার মধ্যে ট্রিপটোফেন রয়েছে, যা শরীরে প্রবেশ করা মাত্র সেরোটোনিনে রূপান্তরিত হয়। এই সেরোটোনিন হরমোন মনকে শিথিল করতে এবং মেজাজকে উন্নত করতে সাহায্য করে। উদ্বেগ, বিষণ্ণতা কমাতে কলা দারুণ উপযোগী। মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে- কলার মধ্যে রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ রয়েছে, যা মেটাবলিজম উন্নত করতে সাহায্য করে। এই রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমায় এবং দেহে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম শোষণের মাত্রা বাড়ায়। ঘুমকে উন্নত করে- কলার মধ্যে ম্যাগনেশিয়াল, পটাশিয়াম এবং ট্রিপটোফেনের মতো উপাদান রয়েছে। এগুলো ঘুমকে উন্নত করতে সাহায্য করে। এছাড়া কলা মেলাটোনিন তৈরিতে সাহায্য করে, যা ঘুমের হরমোন নামে পরিচিত। রক্তচাপ কমায়- কলার মধ্যে পটাশিয়াম রয়েছে, যা স্নায়ুর ক্রিয়াকলাপের জন্য জরুরি। স্নায়ুর চাপ কমিয়ে রক্তচাপ কম কমাতে সাহায্য করে কলা। পাশাপাশি কলা হাড়ের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। এক কথায় বললে, কলা খেলে খিদে কম পায়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, ক্লান্তি দূর হয়, মজবুত হাড় গঠন হয় এবং হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং আপনার মন ও মেজাজও ফুরফুরে থাকে। আর এই সব উপকারিতা পেতে আপনি ব্রেকফাস্টে কলা খেতে পারেন।

হরেক কায়দার রোদচশমা সংগ্রহের শখ?

পোশাকের মতো সারা বছর ধরেই সানগ্লাসের ফ্যাশনেও রকমারি ট্রেন্ড দেখা যায়। কারও ওজনে হালকা, পাতলা ফ্রেম ও রঙিন শেডের সানগ্লাসের প্রতিই আগ্রহ বেশি। অনেকে আবার কালো কিংবা বাদামি শেডই বেশি পছন্দ করেন। তবে রোদচশমা কেনার সময় কেবল ফ্যাশনের কথা ভাবলে চলবে না, চোখের সুরক্ষার কথাও ভাবতে হবে অবশ্যই।

সূর্যের অতিবেগনি রশ্মির হাত থেকে নির্গত ব্লু রে থেকে চোখকে বাঁচানোর জন্য সানগ্লাস ব্যবহার করতে হয়। ব্লু রে কর্নিয়ার বেশ ক্ষতি করে। তাই দীর্ঘ দিন যাঁরা খালি চোখে রোদে অনেক ক্ষণ কাজ করেন, তাঁদের দ্রুত ছানি পড়ার সম্ভাবনা বাড়ে। রোদে বেরোলেই কেবল এই চশমা পরা হয়, তাই দাম দিয়ে নামী সংস্থার সানগ্লাস কেনার মানসিকতা অনেকেরই নেই। অনেকেই পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে পরার জন্য হরেক কায়দার সানগ্লাস কেনেন তাদের গুণগত মানের বিচার না করেই। এতে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে। সানগ্লাস কেনার সময় কোন কোন বিষয় মাথায় রাখা জরুরি?

১) কম দামি সানগ্লাসের মান মোটেই ভাল হয় না। অধিকাংশ সময়ে ''স্মুদ সারফেসড গ্লাস'' ব্যবহার করা হয় না। সানগ্লাসের গ্লাসটি সমতল না হওয়ার জন্য হাঁটার সময়ে রাস্তা উঁচুনিচু মনে হয়, হাঁটতে গিয়ে টাল খেতে হয়। তখন মনে হতে পারে, সানগ্লাসে পাওয়ার আছে। আসলে কিন্তু তা নয়। বেশির ভাগ সানগ্লাস জিরো পাওয়ারের হয়। নামী সংস্থার সানগ্লাসে সেই সমস্যা হয় না।

২) সব সময় দিনের বেলা রোদচশমা কিনবেন। কেনার আগে সানগ্লাস পরে দোকানের বাইরে এসে পরখ করে নিতে ভুলবেন না। আপনার চোখ কতটা অন্ধকারে স্বচ্ছন্দ বোধ করছে, সেটা যাচাই করা জরুরি। সানগ্লাসটা পরে হেঁটে দেখুন, মাটির দিকে তাকান, একটু উঁচু-নিচু জায়গা দিয়ে হাঁটুন। পরখ করে নিন, কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না।

৩) রোদচশমা কেনার সময় যাচাই করে নেবেন, তা অতিবেগনি রশ্মি থেকে ১০০ শতাংশ সুরক্ষা দিচ্ছে কি না। অনেকেরই মনে করেন, সানগ্লাসের কাচের রং যত গাঢ় হবে, ততই বেশি অতিবেগনি রশ্মি থেকে সুরক্ষা দেবে। এই ধারণা কিন্তু ভুল।

৪) ছোটদের জন্য সানগ্লাস কেনার আগেও চশমাটি পরখ করে নিতে ভুলবেন না। মেলা থেকে কিংবা ট্রেন, বাস থেকে ছোটদের জন্য সানগ্লাস না কেনাই ভাল।

৫) সানগ্লাস কেবল গরমকালে বা প্রখর রোদে পরার জিনিস, এই ধারণাটা একেবারেই ভুল। সারা বছরই সানগ্লাস ব্যবহার করা খুব জরুরি। কারণ মেঘলা দিনেও সূর্যের ইউভি রশ্মি চোখের জন্য ক্ষতিকর। ধুলোবালি আর খোলা বাতাসে নানা রকম ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণের শিকার হয় চোখ। তাই চোখের নিরাপত্তা ও ফ্যাশন সচেতনতার জন্য সানগ্লাসের বিকল্প নেই।

টুকটাক মেকআপ

ভ্যাপসা গরম এবং বর্ষার যুগলবন্দিতে কিন্তু অনুষ্ঠানের খামতি নেই। বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী, ইলিশ উতব তো রয়েছেই, তার উপরে শহরে বিভিন্ন জায়গায় চলছে গানের জলসাও। যেখানেই যান না কেন, টুকটাক মেকআপ করতেই হয়। কিন্তু এমন আবহাওয়ায় অতিরিক্ত ঘাম, মুখের তেলে মেকআপ ধুয়ে, গলে একাকার হয়ে যায় কিছু ক্ষণের মধ্যেই।

অনেকে আবার মেকআপ করার আগে মুখে বরফ ঘষে নেন যাতে ঘাম কম হয়। কিন্তু তাতেও যে সকলে আশানুরূপ ফল পান, তা কিন্তু নয়। বাড়ি থেকে মেকআপ করার পর গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই যদি কাজল গলে চোখে কালশিটে পড়ে যায়, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের সঙ্গে ফাউন্ডেশন গুলে যায়, তা হলে দেখতে মোটেই ভাল লাগে না। রূপচর্চা বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, বর্ষাকালেও কিন্তু নায়িকাদের মতো মেকআপ করা যায়। তবে তার জন্য কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

১) চড়া চোখের মেকআপ

মেকআপ করতে ভালবাসেন যাঁরা, প্রতিনিয়ত তাঁরা নানা রকম প্রসাধনী চোখে ব্যবহার করেন। বিভিন্ন রং মিশিয়ে আইশ্যাডো পরেন। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এই সময়ে চোখের উপর যত কম প্রসাধনী ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। ''ওয়াটার প্রুফ'' প্রসাধনী ব্যবহার করতে পারলে ভাল। তবে তা-ও যে সকলের ক্ষেত্রে সমান ভাবে কাজ করে, এমন নয়।

২) ঘন ফাউন্ডেশন

খুব ঘন বা ক্রিম বেস ফাউন্ডেশন এই আবহাওয়ায় ব্যবহার না করাই ভাল। বদলে জেল বা ওয়াটার বেস প্রসাধনী বেছে নিতে পারেন বর্ষাকালে। না হলে মুখের উপর ফাউন্ডেশনের স্তর ঘামে গলে কেকের ক্রিমের মতো উঠে আসতেই পারে।

৩) চটচটে লিপ গ্লস

দিনের বেলা গাঢ় লিপস্টিক মাখতে পছন্দ করেন না অনেকে। আবার ''নো মেকআপ লুক''-এ লিপস্টিকের বদলে লিপ গ্লসের ব্যবহারই বেশি। তবে ম্যাট লিপস্টিক বা লিকুইড লিপস্টিকের চেয়ে লিপ গ্লস ঘন হয়। তাই তা সহজে ঠোঁটের চারপাশে ছড়িয়ে যেতে পারে।

খাওয়ার পর পরই পেট গুড়গুড়, সাবধান!

খাবার খাওয়ার পর অনেকেরই পেট থেকে গুড় গুড় শব্দ হয়। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলা হয় পেটের গর্জন। অধিকাংশের ধারণা পেট খালি হয়ে গেলে এই শব্দ হয়। আবার খাবার খাওয়ার পরও এই শব্দ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ খাবার যখন অন্ত্রের মাধ্যমে যায় তখন পেশীর সংকোচন এবং পরিপাকতন্ত্রে গ্যাস তৈরি হওয়ার কারণে এমন শব্দ হতে পারে। যদি প্রায়শই এই সমস্যা হয় তাহলে সাবধান। ফেলে না রেখে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নাহলে পরবর্তীতে অন্ত্র এবং পরিপাকতন্ত্রে প্রচুরপ্রভাব পড়ে। ডায়াটেসিয়ানরা বলছে এই রকম পেট গুড়গুড় করলে প্রাথমিক ভাবে তা পেটের সমস্যা বলেই ধরে নেওয়া হয়। আর তাই পেটের সমস্যা এড়াতে প্রথম থেকেই বেশ কিছু সতর্কতা মেনে চলতে হবে। এছাড়াও এই সব ভুলের জন্যেও কিন্তু পেট গুড়গুড় করতে পারে। কোনএ তরল খাবার যদি তাড়াহুড়ো করে খাওয়া হয় তাহলে সেখান থেকে হতে পারে সমস্যা। কোল্ড ড্রিংর বেশি খেলেও সেখান থেকে হতে পারে সমস্যা। কারণ অধিকাংশ পানীয়ের মধ্যে কার্বনেট এবং সুগারের পরিমাণ বেশি থাকে। এর কারণে পেটে বুদবুদ বেশি হয়। আর খাবারের সঙ্গে যাঁদের জল খাওয়া অভ্যাস এমনটা কিন্তু হতে পারে তাঁদের সঙ্গেও। খাবারের সঙ্গে জল না খেয়ে সারাদিনে অল্প অল্প করে জল খান। আর এভাবে পেটে বুদবুদ হলে থেকে যায় অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যাও। অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা হলে হজম একেবারেই হতে চায় না। খাবার পাকস্থলী থেকে খাদ্যনালীতে ফিরে আসতে শুরু করলে তখনই হয় এই সমস্যা। এর ফলে মুখে টকভাব, বদহজম, বমি, পেটেজ্বালা-এইসব সমস্যাই হয়। তবে কারণ খুঁজে আগে চিকিৎসা শুরু করা জরুরি। গ্যাস্ট্রোপেরোসিস বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হলেও এমনটা হয়। গ্যাস হলে ছোট ছোট অন্ত্রে খাবার চলাচল অনেক বেশি ধীর হয়ে যায়। পেটে বা অন্ত্রে কোনও বাধা থাকলে সেখান থেকেও একাধিক সমস্যা আসে।অন্ত্রের মধ্যে দিয়ে খাবার গেলে যদি ব্যথা হয় সেখান থেকেও পেট গুড়গুড় করতে পারে। অন্ত্রের মাধ্যমে যা শোষিত হয় না তা পরিপাক তন্ত্রে চলে আসে এবং সেখান থেকে মল হিসাবে বাইরে বেরিয়ে আসে।যদি পেটে সব সময় এই গুড়গুড় আওয়াজ চলে থাকে তাহলে হেলাফেলা করে প্রথমেই চিকিৎসকের কাছে যান। সারাদিনে একবার বেশি জল না খে অল্প অল্প করে বারেবারে খান। পেট পুরো খালি কখনই রাখবেন না। সব খাবার খুব ভাল করে চিবিয়ে খাবেন। কোনও কিছুই গিলে খাওয়া চলবে না। টক, অ্যালকোহল, ধূমপান এসব একেবারে এড়িয়ে চলতে হবে। যে সব খাবারে গ্যাস হয় সেই সব খাবার একেবারেই বাদ দিন রোজের তালিকা থেকে। রোজ কিছুক্ষণ শরীরচর্চা করতেই হবে।

পুষ্টিবিদ ক্যালোরি কোন কোন খাবার নিশ্চিন্তে খেতে পারেন?

শরীরের কাজকর্ম ঠিকঠাক চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চাই শক্তি। সেই শক্তির মূল উত হল পুষ্টিকর খাবার। শরীর চালানোর জন্য এই শক্তি বাবদ যতটা ক্যালোরি দরকার, খাবারে যদি তার চেয়ে বেশি ক্যালোরি থাকে, তা হলেই শরীরের আনাচকানাচে মেদ জমতে শুরু করে। পুষ্টিবিদদের কাছে গেলেই তাঁরা ওজন কমানোর জন্য ''লো ক্যালোরি'' কিংবা কম ক্যালোরি রয়েছে এমন খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন।

শরীরে ক্যালোরির মাত্রা কম ঢুকলে, জমা মেদ থেকে শরীর শক্তি তৈরি করতে শুরু করে। ফলে মেদের পরিমাণ কমতে থাকে।

সুন্দর ছিপছিপে চেহারা পেতে অনেকেই ক্যালোরি-শূন্য খাবার খোঁজেন। কিন্তু ক্যালোরি-শূন্য খাবার বলে কিছু হয় না। তবে যদি এমন খাবার খাওয়া যায়, যাতে ক্যালোরির পরিমাণ শরীরের চাহিদার চেয়ে অনেকটা কম, তা হলে মেদ কমবে। রইল তেমনই কিছু খাবারের হদিস।

গাজর: ১০০ গ্রাম গাজর রোজকার ভিটামিন এ-র চাহিদা পুরোপুরি মিটিয়ে দেয়। কাঁচা গাজর স্যালাডের সঙ্গে খেলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে। ১০০ গ্রাম গাজর থেকে মাত্র ৪১ ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। ফলে এটি মেদ তো বাড়ায় না, বরং কমায়। মাঝেমধ্যেই গাজরের স্যুপ বানিয়েও খেতে পারেন।

পুষ্টিবিদদের কাছে গেলেই তাঁরা ওজন কমানোর জন্য ''লো ক্যালোরি'' কিংবা কম ক্যালোরি রয়েছে এমন খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন।

বিট: ডায়েটের সময় মাঝেমধ্যেই খিদে পায়। খিদে পেলে বিটের স্যালাড সহজেই খেতে পারেন। পেট ভরবে। অথচ যে ক্যালোরি শরীরে যাবে, তার মাত্রা অত্যন্ত কম। ১০০ গ্রাম বিট খেলে শরীরে মাত্র ৪৩ ক্যালোরি শক্তি যায়। ওজন কমানোর ডায়েটে বিটও একটা আদর্শ উপাদান।

শসা: খাবার হজম করতে সাহায্য করে শসা। তাই পাতে শসার কদর ভালই। এতে ক্যালোরির মাত্রা খুব কম। ১০০ গ্রামে মাত্র ১৩ ক্যালোরি থাকে। স্যালাডে শসা খাওয়া ছাড়াও শসার সব্জি বানিয়েও খেতে পারেন।

পালং শাক: এই শাকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থাকে ভাল মাত্রায়। এ ছাড়া কে, এ-র মতো ভিটামিনও থাকে প্রচুর পরিমাণে। অথত এই শাকের ক্যালোরির মাত্রা খুব কম। ১০০ গ্রামে মাত্র ২৫ ক্যালোরি। যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁদের জন্য এই কারণেই পালং শাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাশরুম: ক্যালোরির মাত্রা মাশরুমেও খুব কম। ১০০ গ্রাম মাশরুম থেকে মাত্র ২২ ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। ফলে মাশরুম বেশি মাত্রায় খেলেও মেদ জমে না। উল্টে মেদ কমে।

সময় বাঁচাতে আলু সেদ্ধ-ভাত খান?

বাঙালির রান্নাঘরে প্রেশার কুকার থাকতে বাধ্য। প্রেশার কুকারে রান্না করলে দ্রুত খাবার তৈরি হয়ে যায়। খাবার ভাল মতো সেদ্ধ হয়। পাশাপাশি খাবারের স্বাদ ও টেক্সচারও বহাল থাকে। বিশেষত, মাটন, চিকেন রান্নার সময় প্রেশার কুকার ব্যবহার করলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। মাটন যদি প্রেশার কুকারে আগে সেদ্ধ করে নেওয়া যায়, তাহলে দ্রুত মাংস রান্না হয়ে যায়।

একইভাবে, আলু সেদ্ধ, ডাল সেদ্ধ করতেও প্রেশার কুকার ব্যবহার করলে কাজ সহজ হয়ে যায়। বেশি ঝক্কি পোহাতে হয় না। যাঁদের হাতে রান্না করার সময় নেই, তাঁদের জন্য এই প্রেশার কুকারই অস্ত্র। কিন্তু সব ধরনের রান্না প্রেশার কুকারে করা যায় না। আমরা প্রায়দিন এমন অনেক রান্নাই প্রেশার কুকারে করি, যা আদতে করা উচিত নয়। সেগুলো কী-কী চলুন জেনে নেওয়া যাক।

ভাত- বেশিরভাগ মানুষ প্রেশার কুকারে ভাত রান্না করেন। প্রেশারে কুকারে চটজলদি ভাত সেদ্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি আলাদা করে ফ্যানও ঝরাতে হয় না। কিন্তু প্রেশারে কুকারে ভাত রান্না করা উচিত নয়। ভাতের মধ্যে যে স্টার্চ থাকে যা ক্ষতিকারক রাসায়নিক অ্যাক্রাইলামাইড নিঃসরণ করে। তাই ফ্যান ঝরিয়ে না খেলে এই রাসায়নিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। তাই চেষ্টা করুন হাঁড়ি বা অন্য কোনও পাত্রে ভাত রান্না করার।

শাকসবজি- অনেক সবজি দিয়ে স্টু রান্না করলে প্রেশারে কুকার ব্যবহার করেন। আবার কেউ শাকসবজি সেদ্ধ করেন প্রেশারে কুকারে। কিন্তু প্রেশারে কুকারে সবজি সেদ্ধ করলে এর মধ্যে থাকা সমস্ত পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই কড়াই বা প্যানেই শাকসবজি সেদ্ধ করুন।

পাস্তা- পাস্তা সেদ্ধ করে তারপর সসের সঙ্গে মেশানো হয়। কিন্তু এই পাস্তা সেদ্ধ করতে কখনওই প্রেশারে কুকার ব্যবহার করবেন না। পাস্তার মধ্যে স্টার্চ ক্ষতিকারক রাসায়নিক নিঃসরণ করে। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।

মাছ- মাটন বা চিকেন প্রেশারে কুকারে সেদ্ধ করলেও মাছ রান্না করবেন না। প্রেশারে কুকারে মাছ দিলে বেশি সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে মাছের সমস্ত স্বাদ চলে যায়। কড়াইতে অল্প তেলে মাছ হালকা ভেজে নিয়ে রান্না করুন।

আলু- চটজলদি আলু সেদ্ধ করতে প্রেশারে কুকারই ভরসা? কিন্তু আলু কখনওই প্রেশারে কুকারে দিয়ে রান্না করা হয়নি। ভাতের মতোই আলুর মধ্যেও স্টার্চ রয়েছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। আলু বিভিন্ন উপায়ে রান্না করা যায়। প্রেশারে কুকার ছেড়ে সেগুলোই বেছে নিন।

দীপক রঞ্জন করের চার'টি কবিতা

'দিনের শেষে'

ঘুরছে যত ঘড়ির কাঁটা
বাড়ছে বয়স তত,
কর্মশক্তি ফুরিয়ে এলো
নিই সে আগের মত।

দিনরাত যে অবিরত
বইছে প্রাণবায়ু ,
পাল্লা দিয়ে সময়ের সাথে
কমে আসছে আয়ু।

প্রান্তে এসে ক্ষান্ত চলা
স্মৃতির অবসান,
ক্লান্ত দেহে ভ্রান্ত আশা
হচ্ছে ম্রিয়মান।

বাহুবল, কর্মচঞ্চল
মলিন হলো সব,
দেনা পাওনার হিসাবে
বৃথাই কলরব।

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব আমি
দেবার কিছুই নাই,
জীবনে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা
লিখে দিলাম তা-ই।

'মনভোলা হারাধন'

মনভোলা হারাধন
ভুলে যায় দিনক্ষণ,
সর্বক্ষণ উচাটন
ব্যস্ততায় সারাক্ষণ।
কোথায় কিযে রাখে সে
ভুলে যায় নিমিষে,
খুঁজে খুঁজে হয়রান
পাগলের প্রায় সে।
ফেলে বই স্কুলে ওই
খুঁজে এসে বাড়িতে।
মাঠে খেলে জুতো ফেলে
খুঁজে গিয়ে গাড়িতে।
বাজারে গেলে সে
ফিরে না সহসায়
তিনখানা পণ্য আনতে
দুইখানা ভুলে যায়।
প্রয়োজনীয় কথাগুলি
ভুলে যাওয়ার অভ্যাস,
গোপন সব কথা গুলি
প্রকাশ্যে করে ফাঁস।

'নাতির আর্তি'

দাদুভাই---
তোমার কাছে আসতে চাই,
বাবাকে নিয়ে আসতে বললে
বাবা জানায় সময় নাই।
মাকে যদি বলি তাই
মা বলেন প্রয়োজন নাই,
স্কুল নাকি হবে কামাই।
দাদুভাই---
তোমায় আমি দেখতে চাই
প্রতিদিন তো স্কুলে যাই ,
সকাল বিকাল টিউটারে যাই,
কেবল রবিবার ছুটি পাই
বাবাকে বলে লাভ নাই ,
রবিবার বাবার বিশ্রাম চাই।
দাদুভাই---
ইচ্ছে আমার মাঠে বেড়াই
ঠাম্মির সাথে ফুল কুড়াই ,
নীল আকাশে ঘুড়ি উড়াই,
ঝড়ের দিনে আম কুড়াই।
ফড়িং,প্রজাপতির পাছে দৌড়াই,
ভোরের সূর্যোদয় দেখতে চাই।
দাদুভাই---
আমি গ্রামে ফিরে আসতে চাই
যেখানে খেলার সাথী পাই ,
আমি যে মুক্ত বাতাস চাই ,
যেখানে পুকুর ,নদী পাই ,
বদ্ধ ইট ঘরে দম ঘুটে আমার
আমি প্রাণ খুলে বাঁচতে চাই।

' অঙ্গীকার '

উষা বাজার, বিমানবন্দর
সব জায়গায় সব সময়
সব কথা বলতে নেই,
সরল মনে সবার সাথে
সর্বদা পথ চলতে নেই।

মনে ব্যথা দুঃখের কথায়
সর্বদা মুখ খুলতে নেই ,
সুখের দিনে দুঃখের কথা
হৃদয় থেকে ভুলতে নেই।

শোনা কথায় বিশ্বাস করে
বরফের ন্যায় গলতে নেই,
আঁধার রাতে বন্ধুর সাথে
কোন ভাবেই টলতে নেই।

পথের ধন পাওয়া রতন
সহসা যে তুলতে নেই,
অজানা নামে চিঠির খাম
কৌতুহলে খুলতে নেই।

ধূর্তের সাথে পাঞ্জা করে
সকল মাঠে খেলতে নেই,
আবর্জনা নোংরা বর্জ্য
সকল স্থানে ফেলতে নেই।

কপট লোকের কটু কথা
কানে সর্বদা ধরতে নেই,
মিষ্টভাষীর মিষ্টি কথায়
কখনো যে পড়তে নেই।

স্বার্থপরের প্রলোভনে
কখনোই যে পড়তে নেই,
দুই নৌকায় পা দিয়ে
কখনোই তা চড়তে নেই।

দানে পাওয়া সকল কিছু
ঘরের মাঝে আনতে নেই,
সস্তায় পাওয়া দামি বস্তু
বস্তা ভরে কিনতে নেই।

আপন ভেবে গোপন কথা
সব আসরে বলতে নেই,
সব জায়গায় সব কথা
সব সময় বলতে নেই।

মেঘালয়ের তুরায় ১৪৪ ধারা, পরিস্থিতি স্বাভাবিক, দাবি রাজ্য প্রশাসনের

শিলং, ২৫ জুলাই (হি.স.) : সিআরপিসি-র ১৪৪ ধারা এবং নৈশ কারফিউ জারির পর মেঘালয়ের তুরা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, দাবি করেছে রাজ্য প্রশাসন।

গতকাল সোমবার রাতে পশ্চিম গারোপাহাড় জেলা সদর তুরায় মিনি সচিবালয় তথা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে আচমকা হামলা চালায় সন্দেহভাজন জঙ্গিরা। মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা তখন তাঁর কার্যালয়েই ছিলেন। কিন্তু তিনি বা তাঁর কার্যালয়ের কর্মীদের কোনও ক্ষতি না হলেনও পাঁচ পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। ঘটনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে পশ্চিম গারোপাহাড়ের জেলাশাসক গতকাল ২৪ জুলাই রাতে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সিআরপিসি-র ১৪৪ ধারা জারির পাশাপাশি নৈশ কারফিউ বলবৎ করেছেন। পাশাপাশি তুরা পুর এলাকার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আজ ২৫ জুলাই বন্ধ থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন জেলাশাসক। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে নোটিশ জারি করে তাঁদের এই নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে পরের দিন (২৬ জুলাই) থেকে নিয়মিত স্কুলে পঠন-পাঠন পুনরায় শুরু করা হবে বলে জানান।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল রাতে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা তুরায় তাঁর সচিবালয়ে আত্মসমর্পণকারী গারো জঙ্গি সংগঠন 'আচিক কনশিয়াস হোলিস্টিকলি ইন্টিগ্রেটেড ক্রিমা' (এসিএইচআইকে বা আচিক) এবং 'গারো হিলস স্টেট মুভমেন্ট কমিটি' (জিএইচএসএমসি)-র নেতাদের সঙ্গে "প্রত্যাবর্তনমূলক" রিজার্ভেশন রোস্টার বাস্তবায়ন সম্পর্কে বৈঠকে বসেছিলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছিলেন বহু মানুষ।ভিতরে যখন বৈঠক চলছে, তখন আচমকা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবিরত ইট-পাথরের ঢিল ছুঁড়তে শুরু হয়। পুলিশ উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। বিশৃঙ্খলায় পাঁচ পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা চিকিৎসা ভাতা ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সশরীরে গিয়ে আহত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের খোঁজখবর নিয়ে চিকিৎসায় যাতে তাঁদের কোনও খামতি না হয়, সেজন্য ডাক্তারদের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে উত্তাল পরিস্থিতির পর মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা জানান, তাঁদের দাবি-দাওয়া ইত্যাদির সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধান করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ঐকমত্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা যখন চলছে, তখন কতিপয় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি সহিংসতা অবলম্বন করে। তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ধারণা করা হচ্ছে, সহিংসতা পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে গারো উগ্রপন্থীদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। কেননা, পুলিশের কাছে গোটা ঘটনার ভিডিও রেকর্ডিং রয়েছে। তাতে স্পষ্ট, সহিংসতাকে উসকে দেওয়ার জন্য কারা দায়ী, তার সম্পূর্ণ চিত্র রয়েছে ভিডিওয়। আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক।

আলজেরিয়ায় দাবানলে নিহত ১০ সেনা ও ১৫ জন নাগরিক

আলজিয়ার্স, ২৫ জুলাই (হি.স.) : আলজেরিয়ার জঙ্গলের আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ১০ জন সেনা এবং ১৫ জন স্থানীয় লোক মারা গেছে। প্রবল বাতাস এবং প্রচণ্ড তাপ সত্ত্বেও সেনারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, জঙ্গলের আশেপাশের এলাকা থেকে ১, ৫০০ মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, রাজধানী আলজিয়ার্সের পুর্বে বেনি জিলা রিসোর্ট এলাকায় আগুন নেভানোর সময় ১০ সেনা নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়েছে। বাতাসের কারণে এই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। অগ্নিনির্বাপণ অভিযানে প্রায় ৭, ৫০০ অগ্নিনির্বাপক কর্মী, ৩৫০ ট্রাক এবং বিমান মোতায়েন করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে দেশজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। দেশটির রাষ্ট্রপতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর ক মান্ডার-ইন-চিফ আবদেলমাদজিদ তেবোউন, শোক বার্তায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

মনিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে জীবনতলায় মহিলাদের প্রতিবাদ মিছিল

জীবনতলা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : মনিপুরে দুই মহিলাকে ধর্ষণের পর বিবস্ত্র করে ঘোরানোর প্রতিবাদে এবার পথে নামলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা। ক্যানিং ২ ব্লকের মহিলা তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে গঠিত বঙ্গ জননী কমিটির মহিলারা এদিন মুখে কালো কাপড় বেঁধে ধিক্কার মিছিল করেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা। মঙ্গলবার সকালে জীবনতলা থানা থেকে জিবনতলা বাজার পর্য্যন্ত কয়েক হাজার মহিলা তৃণমূল কর্মীদের সাথে নিয়ে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এছারাও ছিলেন তৃণমূলের সাধারণ কর্মী ও সমর্থকরা।

বিগত দু মাসের বেশি সময় ধরে মনিপুরে অশান্তি চলছে। ইতিমধ্যেই একের পর এক বাড়ি, গাড়ি ভাংচুর হয়েছে, আগুন লাগানো হয়েছে। এই অশান্তি থামানোর কোন উদ্যোগই নিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এরই মধ্যে সম্প্রতি দুই মহিলাকে ধর্ষণের পর বিবস্ত্র করে ঘোরানোর ভিডিও সামনে এসেছে। আর তা নিয়েই দেশের রাজনীতি উত্তাল। সমস্ত রাজনৈতিক দল এর নিন্দা করেছে। বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সুশীল সমাজ এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। এবার সেই আন্দোলনে পা মেলালেন দক্ষিন ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলারা। মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লার নেতৃত্বে এই মিছিলে যোগ দেন গ্রামের মহিলারা। কেন্দ্রের একের পর এক জনবিরোধী নীতিরও প্রতিবাদ করেন তাঁরা।

সাম্বায় পাকিস্তান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় নিহত পাচারকারী

সাম্বা, ২৫ জুলাই (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় সোমবার গভীর রাতে বিএসএফের গুলিতে নিহত এক পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী। জওয়ানদের সতর্কতা সত্ত্বেও রামগড় এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করছিল ওই পাচারকারী।

বিএসএফ-এর একজন মুখপাত্রের মতে, রামগড় সেক্টরের এসএম পুর পোস্টের কাছে সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখে জওয়ানরা অনুপ্রবেশকারীকে সতর্ক করেছিল। সতর্কতা সত্ত্বেও ওই অনুপ্রবেশকারী সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করলে গুলি চালাতে হয় জওয়ানদের। গুলিতে নিহত হয় অনুপ্রবেশকারী। তার জামাকাপড় থেকে চার প্যাকেট মাদক ও কিছু খাবার উদ্ধার করা হয়েছে।

কাছাড়ে পুলিশের গুলিতে ঘায়েল মাদক পাচারকারী, এসটিএফ-এর অভিযানে উদ্ধার ৪০-৪৫ কোটি টাকার হেরোইন ও ইয়াবা

শিলচর (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : আবারও ডিআইজি (এসটিএফ) পার্থসারথি মহন্তের নেতৃত্বে অসম পুলিশের সফল মাদক-বিরোধী অভিযান। এবার তাঁর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাকা মূল্যের ২.৫ কিলোগ্রাম হেরোইন এবং এক লক্ষ মাদক-ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ এবং কাছাড় পুলিশ। তবে হেফাজত থেকে পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে ঘায়েল হয়েছে এক মাদক পাচারকারী। পুলিশের গুলিতে আহত মাদক পাচারকারীকে মনোয়ার হুসেন বড়ভুইয়াঁ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। মনোয়ারের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। ঘটনা সোমবার রাতে কাছাড় জেলা সদর শিলচরের রামনগর-চেংকুড়ি বাইপাসে সংঘটিত হয়েছে। অসম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর ডিআইজি পার্থসারথি মহন্ত জানান, বিপুল পরিমণের মাদক পাচারের নির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে গুয়াহাটি থেকে শিলচর আসেন তিনি। এখানে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো এবং সিআরপিএফ ও পুলিশের দল নিয়ে সাদা পোশাকে রামনগর বাইপাসে অভিযান চালান তাঁরা। গভীর রাতে বাইপাসে চার চাকার একটি কারের গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণের ওই হেরোইন এবং ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। ডিআইজি জানান, মাদক পাচারের অভিযোগে তিন যুবককে আটক করা হয়েছিল। সেগুলি গাড়ির বিভিন্ন গোপন খোপ থেকে বের করে বনেটের ওপর রাখতে তাঁরা যখন ব্যস্ত, তখন সুযোগ বুঝে পুলিশের হেফাজত থেকে মনোয়ার হুসেন বড়ভুইয়াঁ নামের এক যুবক পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তাকে রুখতে গুলি করে। গুলি তার বাঁ পায়ে বিদ্ধ হলে সে মাটিতে পড়ে যায়। অবশ্য সঙ্গে আহত মনোয়ারকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার চিকিৎসা চলছে। এদিকে বাইট দিতে গিয়ে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো সাংবাদিকদের একই ঘটনার বর্ণনা করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার ড্রাগস-মুক্ত অসম গড়তে পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান তীব্রগতিতে চলবে। অবৈধ মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত নেটওয়ার্কের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

মেঘালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে হামলা, পাঁচ নিরাপত্তাকর্মী আহত

শিলং, ২৫ জুলাই (হি. স.) : সোমবার সন্ধেয় মেঘালয়ের তুরায় মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার অফিস লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে থাকে উত্তেজিত জনতা। মুখ্যমন্ত্রী তখন অফিসেই ছিলেন। এই হামলায় মুখ্যমন্ত্রী সাংমা নিরাপদে থাকলেও পাথরের আঘাতে তাঁর পাঁচ নিরাপত্তা রক্ষী আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তুরা শহরে রাতের কারফিউ জারি করতে হয়।

কয়েকমাস আগে মেঘালয়ে নির্বাচনের পর নতুন জোট সরকার তৈরি হয়েছে। এনপিপি নেতা কনরাড সাংমার সঙ্গে জোট হয়েছে বিজেপির। অর্থাৎ মোদী-শাহর কথামতো মেঘালয়েও এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার চলছে।

মেঘালয়ের রাজধানী শহর হল শিলং। কিন্তু গারো পাহাড়ের অধিবাসীদের দাবি, তুরাকে মেঘালয়ের শীতকালীন রাজধানী বানাতে হবে। এই দাবি নিয়ে একটি গোষ্ঠী অনশন আন্দোলন চালাচ্ছে। তাদেরই একাংশের সঙ্গে এদিন বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা।

তুরায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় রয়েছে। সেখানে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতা ও প্রতিনিধিকে ডাকা হয়েছিল। আবার সেখানে সার্কিট হাউজেও একটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সাংমা।

প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে শান্তিপূর্ণভাবেই বৈঠক চলছিল। হঠাৎ উত্তেজিত জনতা মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের উপর চড়াও হয়ে পাথর ছুড়তে শুরু করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। কিন্তু এরই মধ্যে পাথরের আঘাতে পাঁচ জন নিরাপত্তা রক্ষী আহত হন।

আহত নিরাপত্তা কর্মীদের অবস্থা খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী সাংমা। সাংমা আহত নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য ৫০ হাজার টাকা সাহায্য ও চিকিৎসা খরচ ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সাংমা বলেছেন, এই হামলা দুর্ভাগ্যজনক। এমনকি এসব সংগঠনের প্রতিনিধিরাও জানেন না হামলাকারী কারা। এরা বাইরের লোক ছিল। তাদের খোঁজ করা হচ্ছে।

বগটুইয়ে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আগুন

বগটুই, ২৫ জুলাই (হি. স.) : বগটুইয়ে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ভয়াবহ আগুন। মঙ্গলবার ভোরে অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, বগটুইয়ের তৃণমূল কর্মী আলম শেখের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এদিন ভোরে তাঁর বাড়িতে আগুন লাগানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, আলম শেখের বাড়ির কিছু আসবাবপত্র, বিছানা পুড়ে গিয়েছে। তবে তৃণমূল কর্মী বা তাঁর পরিবারের কেউ আক্রান্ত হননি বলেই জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারের আগে শনিবারেও তাঁর বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছিল।

ইন্দোনেশিয়ায় ৬.০ মাত্রার ভূমিকম্প

জাকার্তা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব নুসা টেংগারা দ্বীপে মঙ্গলবার সকালে শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়েছে ৬.০। তবে ভূমিকম্পে হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

জিওফিজিক্স এজেন্সি জানিয়েছে, এই মুহূর্তে সুনামির কোনো সম্ভাবনা নেই। সংস্থাটি বলেছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল তিমুর লেস্টের কাছে পূর্ব ইন্দোনেশিয়ান অঞ্চলের সমুদ্রের ৭৫ কিলোমিটার গভীরে।

আজ ঝাড়খণ্ড মন্ত্রিসভার বৈঠক

রাঁচি, ২৫ জুলাই (হি. স.) : মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এদিন বিকাল ৪ টে থেকে প্রকল্প ভবনে অনুষ্ঠিত হবে বৈঠক

এদিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। বৈঠকে রাজ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি

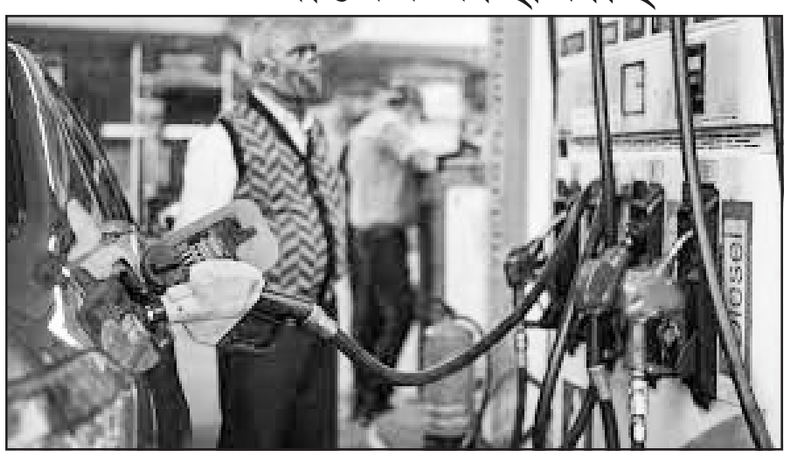

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। গত ২৪ ঘন্টায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, মুম্বইতে ডিজেল ৯৪.২৭. টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, কলকাতায় ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.২৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের প্রথম দ্বিতীয় উদ্বোধনী বাণিজ্যে ব্রেন্ট ক্রুডু ০.১৮ বা ০.২২ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮২.৯২ এ ট্রেড করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৭৮.৯৪ এ লেনদেন করছে, ০.২০ বা ০.২৫ শতাংশ বেড়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই রয়েছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত হবে না। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলায় রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৩ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। গতকাল অর্থাৎ সোমবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.২ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি এবং মঙ্গলবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.১ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৯২ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬৬ শতাংশ। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রয়েছে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি রয়েছে। ২৭ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের পর রাজ্যে বাড়তে পারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

উল্লেখ্য, জুলাই মাসের ২৫ তারিখ থেকে দক্ষিণবঙ্গে যে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি তৈরি হয়েছে তা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বিগত ৩৫ দিনে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি ৩৮ শতাংশ। কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি ৫০ শতাংশ। মঙ্গল এবং বুধবার আরও বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে। বাড়তে পারে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। ২৭ জুলাই থেকে দক্ষিণবঙ্গে সামান্য বৃষ্টি বাড়ার পূর্বাভাস।একদিকে যখন দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে বৃষ্টিপাতের আকাল সেই সময় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বেড়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলায় রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এই জেলাগুলি হল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার। এছাড়াও কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদাতে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছিল, চলতি বছর স্বাভাবিক হতে চলেছে বর্ষা। এল নিনোর কোনও সরাসরি প্রভাব বাংলার আবহাওয়ার উপর পড়বে না, এমনটাই মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছিল।

প্রয়াত উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়ির বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়

ধূপগুড়ি, ২৫ জুলাই (হি. স.) : মঙ্গলবার ভোরে কলকাতার পিজি হাসপাতালে প্রয়াত হলেন জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়। ফুসফুসজনিত সমস্যা নিয়ে রবিবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন সকালে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। দলীয় নেতার প্রয়াণে শোক জানিয়ে টুইট করেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন বিরোধী দলনেতা। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় রাজ্য বিজেপির কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিধায়কের মরদেহ। সেখান থেকে সকাল ১১টায় বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে বিরোধী দলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্যান্য বিধায়করা শ্রদ্ধা জানাবেন। এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে পৈতৃক নিবাসে। আজ সন্ধ্যায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। ধূপগুড়ি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন বিষ্ণুপদ রায়। গত রবিবারই ধূপগুড়ি থেকে কলকাতায় পৌঁছন। এমএলএ হোস্টেলেই ওঠেন তিনি। সোমবার থেকে বিধানসভা অধিবেশন শুরু হয়েছে। দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। পরিবার সূত্রে খবর, দুপুর ১টা নাগাদ বিষ্ণুপদ রায়ের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। সেখানে ছিলেন মনোজ টিগ্গা-সহ অন্যান্য বিধায়করা। সকলে মিলে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যান পিজি হাসপাতালে। জানা যায়, তাঁর ফুসফুসে সমস্যা রয়েছে। তাঁর ছেলে প্রদীপ্ত রায় জানিয়েছিলেন, বিধায়কের ফুসফুস ও পাঁজরের মাঝখানে বাতাস জমে রয়েছে। সে কারণে শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে। রাতে একটি অস্ত্রোপচারও করতে হয়। ছেলেই জানিয়েছিলেন, বাবা অপারেশনের পর স্থিতিশীল। কিন্তু মঙ্গলবার সকালেই এই খবর আসে।

বিধায়কের ছেলের শুভ জন্মদিনে সাধু ভান্ডারার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ জুলাই।। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটায় বিশালগড় জগন্নাথ জিউ মন্দিরে বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেবের ছেলের জন্মদিনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন কমলাসাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর আগমন কে কেন্দ্র করে বিশালগড় জগন্নাথ মন্দির সহ পুরো বিশালগড় ছিল কঠোর নিরাপত্তায় ঘেরা। এইদিন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা প্রথমে জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথ দেবের আর্শীবাদ গ্রহন করেন। মুখ্যমন্ত্রী কে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে স্বাগত জানান সুশান্ত দেবের একমাত্র পুত্র আরাধ্যক দেব ও বিধায়কের স্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আরাধ্যক কে জন্মদিনের উপহার দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আর্শীবাদ কামনা করেন।এই দিন বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেবের একমাত্র পুত্র আরাধ্যক দেব এর দশম জন্মদিন উপলক্ষে বিশালগড় জগন্নাথ জিউ মন্দিরে আগরতলা জগন্নাথ মন্দিরের মহারাজ ও অন্যান্য আশ্রমের মহারাজ দের নিয়ে সাধু ভান্ডারার আয়োজন করেন।এই উপলক্ষে বিশালগড় বিধানসভার বিভিন্ন এলাকার প্রায় কয়েক হাজার লোকের প্রসাদের আয়োজন করা হয়েছে। একমাত্র ছেলের জন্মদিনে সকলের আর্শীবাদ প্রার্থনায় এই আয়োজন করেন বিধায়ক। তিনি মনে করেন গুরুজনদের আর্শীবাদ ছেলে আরাধ্যকের আগামী দিনগুলোতে সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করবে।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সাথে জামসেদ আলী ও বাবুল উদ্দিনকে নামে দুই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করেছে। আজ সকালে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। এয়ারপোর্ট থানাধীন ভাগলপুর সীমান্তে নাকা চেকিং এর সময় বিএসএফের হাতে উদ্ধার ২০০টি এসকফের বোতল। সাথে একটি গাড়িকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে কাউকে আটক করা যায়নি বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ দুপুর ১ টা নাগাদ এয়ারপোর্ট থানায় খবর আসে ভাগলপুর সীমান্তে নাকা চেকিং এর সময় সন্দেহজনক একটি গাড়িকে আটক করেছেন বিএসএফের জওয়ান। তখন গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২০০টি এসকফের বোতল উদ্ধার করেছে। কিন্তু গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ২০০টি এসকফের বোতল সহ গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বলে জানান তিনি।

রুখিয়া

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা সূত্র বের করেছেন। সেই সূত্র অনুযায়ী রাজ্যকে কিছু জরিমানা দিতে হতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে রুখিয়ার শেষ ইউনিটটি নির্মাণ পর্যন্ত তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের অনুমোদন না নেওয়ায় মন্ত্রকের নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সরকারের কাঁধে বিশাল অংকের জরিমানা চেপে যায়। এমনকি রুখিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও আটকে যায় কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র না থাকার কারণে। মূলত কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই জটিলতা সহসাই মিটতে চলেছে বলেও জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মণিপুর ভিডিও-কাণ্ড প্রতিবাদে হাফলঙে জেলার বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের মিছিল

হাফলং (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় অব্যাহত রয়েছে মণিপুরে 'মানব সমাজকে লজ্জানত' করার ঘটনার প্রতিবাদ। সোমবার মাহুরে মণিপুরে সংগঠিত হিংসাত্মক ঘটনা ও মহিলাদের উপর অমানবিক বর্বরোচিত অত্যাচার, দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের প্রতিবাদে ডিমা হাসাও জেলার মাহুরে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালনের পর আজ মঙ্গলবার পাহাড়ি জেলার সদর শহর হাফলঙে জেলার বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করা হয়।

আজ মঙ্গলবার শৈলশহর হাফলঙে জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মহিলা সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে হাফলং পুরসভার মাঠ থেকে কালো কাপড় পরে সহস্রাধিক মহিলাদের এক বিশাল মিছিল সমগ্র শহর পরিক্রমা করে বেটি বাঁচাও ভারত বাঁচাও, ধর্ষকদের ফাঁসি চাই, মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পদত্যাগ চাই, ইত্যাদি স্লোগানে হাফলং শহরের রাজপথ উত্তাল করে তোলা হয়। মিছিল সমগ্র শহর পরিক্রমা করে হাফলং জেলা কমিশনারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে যায়। সেখানে মিছিলকারীরা জেলা কমিশনার সীমান্তকুমার দাসের মাধ্যমে এক স্মারকলিপি ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

এদিন মহিলা প্রতিবাদকারীরা বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সবসময় নারীর সম্মানের কথা বলেন। কিন্তু আজ ভারতে নারীরা সুরক্ষিত নন। নারীর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এমন-কি মণিপুরে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করার ঘটনা অতি অমানবিক। দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে পায়ে হাঁটিয়ে, প্রকাশ্য দিবালোকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনা সমগ্র সমাজকে লজ্জানত করছে। তার পরও কেন্দ্রীয় সরকার ও মণিপুর সরকার কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এমন-কি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মণিপুরের ঘটনায় চুপ করে আছেন।প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ, মণিপুরে সংখ্যলঘু উপজাতি মহিলারা একেবারে সুরক্ষিত নন। তাই মণিপুরে সংখ্যালঘু উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে প্রতিবাদকারীরা অবিলম্বে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পদত্যাগের দাবি জানান। তাছাড়া গত ৪ মে দুই কুকি মহিলার ওপর অমানবিক ও বর্বর অত্যাচারকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়ে মহিলাদের সুরক্ষা দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিবাদকারী মহিলারা। যাতে ভবিষ্যতে শুধু মণিপুর নয়, ভারতের যে কোনও জায়গায় এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত না হয়।

জেল থেকে মুক্তি পেলেন মালদার দুই নির্যাতিতা

মালদা, ২৫ জুলাই (হি.স.): 'আমরা চুরি করিনি। পুলিশ মিথ্যে মামলায় জেলে পাঠিয়েছে।' মঙ্গলবার জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এমনটাই জানালেন মালদার দুই নির্যাতিতার একজন।প্রসঙ্গত, মালদার বামনগোলার পাকুয়াহাটে দুই মহিলাকে চুরির অভিযোগে বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। যে মারধরের ভিডিও ভাইরাল হয়। এই নিয়ে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। এদিকে এই ঘটনায় নির্যাতিতাদেরই নালাগোলা ফাঁড়ি ভাঙচুরের মামলা দিয়ে পুলিশ জেলে পাঠায় বলে অভিযোগ। সোমবার বিকেলে তাঁদের জামিন দেন মালদা জেলা আদালতের বিচারক মৃণালকান্তি মণ্ডল। তবে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় গতকাল রাতে জেলেই কাটাতে হয় দু'জনকে। এদিন সকালে জেল থেকে বেরোনোর সময় তাঁরা জানান, তাঁরা চুরি করেননি। পাকুয়াহাটে মাছ বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। তখন এক মিষ্টির দোকানদার তাঁদের চুরির অপবাদ দেয়। এরপরই উত্তেজিত জনতা মারধর শুরু করে। জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে তাঁরা। নির্যাতিতাদের একজন জানান, মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁদের জেলে পাঠিয়েছে পুলিশ। এদিকে জামিন পেলেও আতঙ্কে রয়েছেন দু'জন। জানা গিয়েছে, অজ্ঞাতস্থানে চলে গিয়েছেন তাঁরা।অন্যদিকে, দুই নির্যাতিতাকেই জেলে পুরে দেওয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে শুরু করে। বিষয়টিকে হাতিয়ার করে আসরে নেমে পড়ে বিজেপি। একদিকে বিবস্ত্র করে অত্যাচারের অভিযোগে সময়মতো তদন্ত শুরু না করা অন্যদিকে দুই নির্যাতিতা মহিলাকে গ্রেফতার করায় অস্বস্তিতে পড়তে হয় পুলিশকে। যদিও শেষ পর্যন্ত পুলিশ বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ঘটনায় মামলা শুরু করেছে। গ্রেফতার করেছে পাঁচ অভিযুক্তকে।-

প্রার্থী করার জন্য লক্ষাধিক টাকা তোলার অভিযোগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে

হাওড়া, ২৫ জুলাই (হি স)। ভোটের প্রার্থী হওয়ার জন্য কয়েক লক্ষ টাকার প্রস্তাব। ধাপে ধাপে কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়ার পরও আরও টাকা চাওয়ার অভিযোগ। শেষে পরাজিত সেই বিজেপি প্রার্থী। তাঁর বাড়ির গরু বাছুর বিক্রি করে প্রার্থী হওয়ার জন্য টাকা দিলেও চক্রান্তের শিকার হন। সে টাকা চাইতে গেলে বিজেপি নেতার হুমকি, পাঁশকুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের ওই পরাজিত বিজেপি প্রার্থীর।পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী হওয়ার জন্য দলের নেতার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে পাঁশকুড়া থানায় অভিযোগ করল বিজেপির পরাজিত প্রার্থী রাজবিহারী রানার। পাঁশকুড়া থানার মাইশরা অঞ্চলের ওই বিজেপি নেতা রাজবিহারীর অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের আগে তমলুক সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা জগদীশ প্রামাণিক প্রার্থী হওয়ার জন্য লক্ষ টাকা প্রস্তাব দেয়। আর সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে বিজেপি নেতা জগদীশকে লক্ষাধিক টাকা দেন রাজবিহারী।টাকার বিনিময়ে প্রার্থী হওয়া পর আরও টাকা চাওয়ার অভিযোগ ওঠে জগদীশের বিরুদ্ধে। টাকা না দিতে পারলে প্রার্থী পদ থাকবে না বলেও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরে বাড়ির গরু-বাছুর বিক্রি করে সেই টাকা বিজেপি নেতার হাতে তুলে দেন বলে দাবি রাজবিহারীর।

বাইক

● প্রথম পাতার পর

মনুর ঠান্ডাবাবু মগ পাড়ায়। তবে কি ভাবে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন জানা যায় নি। ধারনা করা হচ্ছে বাইকের নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন তিনি।

গ্রাহকের

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ তাপস ভৌমিক নামে ওই এজেন্ট ওই মহিলার সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করেছে। সুতরাং লাইফ ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন এর দ্বারা মানুষ উপকৃত হলেও তাপস ভৌমিকের মতো কিছু কিছু এজেন্টদের জন্য বদনামের ভাগিদার হতে হচ্ছে।

সংবিধান

● প্রথম পাতার পর

করেনি বলে অভিযোগ তার। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী সরকার রাজ্যে ও ব্রু শরণার্থীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। পূর্বের কোন সরকার তা করতে পারেনি। তার জন্য তিনি নরেন্দ্র মোদি সহ মন্ত্রিসভার সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির

● প্রথম পাতার পর

দলের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছি না। ফলে, দলে থেকে সমালোচিত হওয়ার বদলে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া শ্রেয় মনে করেছি।

তাঁর দাবি, তৃণমূলের প্রদেশ সভাপতি এবং প্রাথমিক সভ্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। আপাতত কিছুদিন রাজনীতির বাইরে থাকতে চাইছি। তিনি এদিন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-কে তাঁর প্রতি আস্থা রাখার এবং প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের ১৪ দলের বাম শরিকরা চিন গেলেন

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২৫ জুলাই (হি.স): চিন গেলন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের ১৪ দলের বাম শরিকরা। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের আমন্ত্রণে জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও সাম্যবাদী দলের শীর্ষ নেতা চিনের কুনমিংয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।

সোমবার (২৪ জুলাই) দুপুরে নেতারা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে চায়না সাউদার্ণ এয়ারলাইনে যাত্রা করেন।চিন সফরকারী বামপন্থি দলগুলোর প্রতিনিধিদলে আছেন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া ও সংসদ সদস্য (এমপি) লুৎফুন নেসা খান।সফরে হাসানুল হক ইনুর সফরসঙ্গী হিসেবে চিনে গেছেন জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলম স্বপন ও কুষ্টিয়া জেলা কমিটির সহ-সভাপতি আহামেদ আলী। আগামী ৩০ জুলাই তারা দেশে ফিরবেন।সফরকালে ১৪ দলের বাম শরিকের নেতারা চিনা কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের নেতাদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হবেন।

২৩ জুলাই সন্ধ্যায় চিনের রাষ্ট্রদূত সফরকারী নেতাদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করেন এবং দুপুরে নেতাদের বিদায় জানাতে চিনা দূতাবাসের কর্মকর্তারা ঢাকা হজ্রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

অনাবৃষ্টি ! খারিফ চাষে ৭৫ হাজার একর ফিট জল ছাড়বে ডিভিসি

দুর্গাপুর, ২৫জুলাই (হি. স.) ভরা শ্রাবণেও অনাবৃষ্টি! আর তার জেরে চরম জল সঙ্কটে খারিফ মরশুমে ধান চাষ। পর্যাপ্ত জল না থাকায় থমকে আমন ধানের চাষ। আশারবানী শোনাল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন(ডিভিসি)। খারিফ চাষে ৭৫ হাজার একরফুট জল ছাড়বে ডিভিসি। এমনটাই জানিয়েছে ডিভিসি(জল) কর্তৃপক্ষ। আর তাতেই খারিফ মরশুমে ধান চাষে স্বস্তির শস্যগোলা পুর্ব বর্ধমানের গলসীর চাষীদের।

কোভিড আবহের লকডাউনের পর গত দুবছর অনিয়মিত বর্ষা। চলতি মরশুমে শ্রাবণের মাঝামাঝিতেও একপ্রকার অনাবৃষ্টি। আর তার জেরে পুর্ব বর্ধমানে খারিফ চাষ সঙ্কটে পড়েছে। মুলত জুন মাস থেকে আমন ধানের চাষ শুরু হয়ে যায়। এবং সেপ্টম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষি আধিকারিক আশীষ বারুই জানান, 'চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত ২৫ শতাংশ বৃষ্টিপাতের ঘাটতি রয়েছে। তার মধ্যেও বৃষ্টি ও অন্যান্য সেচ ব্যাবস্থার মাধ্যমে অনেক জমি চাষ করেছে চাষীরা। এবছর খারিফ চাষের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার হেক্টর জমি। তার মধ্যে প্রায় ৫৫ হাজার হেক্টর জমি চাষ হয়েছে। গত বছর খারিফ মরশুমে ২৪ জুলাই পর্যন্ত জেলায় ৪১ হাজার হেক্টর জমি ধান চাষ হয়েছিল। স্বভাবতই এবছর তুলনামুলকভাবে অনেকটাই এগিয়ে আমন ধান চাষ।'যদিও চলতি মরশুমে ঝাড়খন্ডে বৃষ্টি না হওয়ায় মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারে জলস্তর অনেকটাই কমেছে। অনাবৃষ্টির দরুন চরম জলসঙ্কটের আশঙ্কায় ভুগছে চাষীরা। জলের অভাবে খারিফ মরশুমে ধান চাষ অনিশ্চিয়তার মধ্যে পড়েছে। ধান উৎপাদনে প্রায়ই দেশের শীর্ষস্থানে থাকে পুর্ব বর্ধমানের গলসী। দামোদর উপকুলবর্তী সেচের সুবিধা থাকায় বছরে দু-বার ধান চাষ হয়। এছাড়াও শীতকালিন আলু, সব্জি চাষও হয়। গলসী-১ নং ব্লক কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে, গত খারিফ মরশুমে প্রায় ১৭ হাজার ৬০০ হেক্টর জমি আমন ধান চাষ হয়েছিল। ভাল ফলন হয়েছিল। ব্লকের শিড়রাই, পারাজ, লোয়া-রামগোপালপুর, লোয়া কৃষ্ণরামপুর, চাকতেঁতুল, রনডিহা, নঙ্করবাঁধ, কসবা মানাচর, সোদপুর মানাচর সহ বেশ কিছু এলাকায় ধান চাষে ব্যাপক ফলন হয়েছিল। কিন্তু চলতি খারিফ মরশুমে বর্ষার তেমন দেখা নেই। এক প্রকার অনাবৃষ্টি। পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা ছাড়াও পার্শবর্তী বাঁকুড়া জেলাতেও খাঁ খাঁ করছে দু ফসলি চাষজমি। জলের অভাবে শুকিয়ে পড়ছে ধানের বীজতলা। তবে চলতি মরশুমে আশারবানী শুনিয়েছে ডিভিসি। সোমবার পুর্ব বর্ধমান সার্কিট হাউসে দুই বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া জেলা সহ পাঁচ জেলা রাজ্য সেচ দফতর, কৃষি দফতর কে কেন্দ্রীয় জল কমিশন, ডিভিসির বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার বিজয় ভারতী, কেন্দ্রীয় জল কমিশনের সম্পাদক মন্ডলির সদস্য শশী রাকেশ সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা। সেখানে দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া এবং হুগলী জেলায় চাষের জন্য সেচের জল পাবে বলে জানিয়েছেন বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার বিজয় ভারতী। ডিভিসির চিপইঞ্জিনিয়ার (জল বিভাগ) এ.কে দুবে জানান, 'তিন দফায় মোট ৭৫ হাজার একর ফিট জল দেওয়া হবে। আগামী ২৭ জুলাই প্রথম পর্যায়ে জল ছাড়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে সেচ দফতরের তরফে তিন পর্যায়ে কি পরিমানের ভাগে জল নেবে তার প্রস্তাব এখনও আসেনি। তবে প্রথম পর্যায়ে ৭ দিনের জন্য জল ছাড়া হবে। তারপর বৃষ্টিপাত হলে তার রিভিউ করে জল ছাড়া হবে।'বিভাগীয় কমিশনার বিজয় ভারতী জানান,' দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া এবং হুগলী জেলার মোট পাঁচ লক্ষ একর জমি ডিভিসির ছাড়া জলে সেচের জলের সুবিধা পাবে। জুলাইয়ের ২৭ তারিখ থেকে আগস্টের ২ তারিখ পর্যন্ত প্রথম দফায় সাতদিন এবং পনেরো দিন পর পর পরবর্তী জল দেওয়া হবে। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি হলে ডিভিসি থেকে আর জল দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।'ঝাড়খন্ডে বৃষ্টি না হওয়ার দরুন টান পড়েছে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারে। গতবছর খারিফ ডিভিসি প্রস্তাব মত ৭০ হাজার একরফুট জল ছেড়েছিল। পর্যাপ্ত জল না পাওয়ায় মাঝপথে দুঃশ্চিন্তায় পড়েছিল অনেক চাষী। তবে পুনরায় বৃষ্টিপাত হওয়ার দরুন জলের ঘাটতি পুরন হয়েছিল। কেন্দ্রীয় জল কমিশনের সদস্য শশী রাকেশ জানান,'পাঞ্চেত এবং মাইথন জলাধারে বর্তমানে ৯৮ হাজার একর ফিট জল মজুত আছে। তার মধ্যে ৭৫ হাজার একর ফিট জল দেওয়া হবে। বাকি পরিমান পানীয় জলের জন্য রাখা থাকবে। বৃষ্টির দরুন জলাধারে জলের পরিমাণ বাড়লে আরও জল ছাড়া হবে।' গলসী-১ নং ব্লকের প্রদ্যুত ঘোষ, সামসুল হক প্রমুখ চাষীরা জানান,' বৃষ্টি সেভাবে না হওয়ায় দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম। সেচের জল দেওয়া হলে আমন ধান চাষে আশার আলো দেখব। সেই মত বীজও ফেলা হয়েছে। এখন শুধু জমিতে জল আসার অপেক্ষায় রয়েছি।'ডিভিসি সূত্রে জানা গেছে, মাইথন জলাধারে জলধারন ক্ষমতা ৪৮৩ ফুট জল রয়েছে। কিন্তু এখন মাইথন জলাধারে জলস্তর রয়েছে ৪৬১.২৯৬ ফুট। একইরকমভাবে পাঞ্চেত পাঞ্চেত জলাধারে ৪২৫ ফুট পর্যন্ত জলধারন ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু, অনাবৃষ্টির দরুন, জলাধারে জলস্তর ৪০০.৩৩ ফুটে দাঁড়িয়েছে। ঝাড়খন্ডে বৃষ্টি না হওয়ার দরুন ওই দুই জলাধারে জলস্তর ক্রমশ কমছে। অন্যদিকে পলি পড়ে নাবত্যা কমেছে দামোদর নদের ওপর দুর্গাপুর ব্যাবেজের।ডিভিসির চিপইঞ্জিনিয়ার (জল বিভাগ) এ.কে দুবে জানান,' ঝাড়খন্ডে বৃষ্টি না হওয়ার দরুন মাইথন জলাধারে জলস্তর অনেকটাই কমেছে। পানীয় জলের জন্য পর্যাপ্ত জল রেখে সেচের জল দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে বৃষ্টি হলে সেচের জলের জোগান চাহিদা মত বাড়ানো হবে।'

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ষ্টোর রুমে চুরি করতে গিয়ে ধৃত যুবক

দুর্গাপুর, ২৫ জুলাই (হি. স.) : "একেই বলে, রাখে হরি তো মারে কে?" সিআইএসএফ জওয়ানদের নজর এড়িয়ে স্টোর রুমে গিয়ে চুরি! তবে শেষ রক্ষা হয়নি। তার খাঁচায় মাথা গলিয়ে ফেঁসে গেল। খাঁচায় মাথা আটকে ৮ ঘন্টা ঝুলে রইল চোর। সকালবেলা সিআইএসএফের নজরে পড়তে উদ্ধার হয় ওই চোর। সোমবার রাত্রে এমনই নজিরবিহীন ঘটনাটি ঘটেছে সেইলের দুর্গাপুর ইস্পাত (ডিএসপি) কারখানার একটি ষ্টোর রুমে।

আপাতত ওই বমাল যুবক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম আলতাব আলি, দুর্গাপুর মেইনগেট সংলগ্ন রাজানগরের বাসিন্দা। ঘটনায় জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে ডিএসপির ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের পাশে সিএইচআরডির একটি স্টোর রুমে চুরি করতে ঢুকেছিল। তারের খাঁচা কেটে মাথা গলিয়ে ঢুকতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি। মাথা গলিয়ে আর বের করতে না পারায় আটকে পড়ে। বেগতিক বুঝে প্রান বাঁচতে চিৎকারও করে। কিন্তু তার আর্তনাদ পাহারারত জওয়ানদের কানেও পৌঁছায়নি। ফলে ওই অবস্থায় ঝুলে থাকে। সকাল হতেই বিষয়টি নজরে পড়ে সিআইএসএফ জওয়ানদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডিএসপির আধিকারিকরাও। প্রায় ৮ ঘন্টা পর আটকে থাকা ওই যুবক উদ্ধার হয়। সেখান থেকে অসুস্থ অবস্থায় তাকে কারখানার হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।এদিকে, কারখানার নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে। যেখানে, কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ) মোতায়ন রয়েছে কারখানার সুরক্ষায়। সেখানে, নিরাপত্তা বেষ্টনী টপকে কিভাবে ঢুকল দুস্কৃতী? যদিও ডিএসপি র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বেদবন্ধু রায় জানান, 'ধৃত দুস্কৃতীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

হঠাৎ রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী, কারণ নিয়ে জল্পনা

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি স)। হঠাৎ রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এই প্রথম রাজভবনে গেলেন তিনি। মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সরাসরি সাক্ষাৎ হল।পঞ্চায়েত ভোট থেকে বিধানসভার অধিবেশন একাধিক বিষয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে নবান্নের সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছে। এই আবহে মঙ্গলবার বিকেলে রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে ফুরফুরে মেজাজেই বার হলেন মমতা। তিনি বললেন, "দুধ চা খেয়েছি, বিস্কুট খাইনি।" কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে রাজ্যপালের সঙ্গে? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন, দু'টি বিল নিয়ে কথা হয়েছে রাজ্যপালের সঙ্গে।রাজ্যপাল কলকাতায় আসার পর রাজ্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যতটা মধুর ছিল, আচমকা তা একেবারে বিপরীত মেরুতে ঘুরে যায়। বিষয়গুলিকে ভাল চোখে দেখেনি রাজ্য সরকার। বার বার রাজ্যপালকে পাল্টা কটাক্ষ করে রাজ্যের শাসকদল। এই আবহে বিধানসভা অধিবেশনকে কেন্দ্র কের ফের শুরু হয় সংঘাত। সোমবার, ২৪ জুলাই থেকে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে কিনা তা নিয়েও সংশয় ছিল।শেষ পর্যন্ত সোমবার থেকেই শুরু হয় বিধানসভায় অধিবেশন। এই পরিস্থিতিতে রাজভবনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। বেরিয়ে তিনি জানালেন, বিধানসভা অধিবেশনের কারণে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যই এসেছেন।

বন্দুক উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

এসে অভিযোগ জানায় তপন দাসের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত তপন দাসকে। পিআরবাড়ি থানাতে যার মামলার নম্বর ২০২৩/৫০। পুলিশ অভিযুক্ত তপন দাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি অস্ত্র আইনের মামলা সহ ছিনতাইয়ের মামলা গ্রহন করে মঙ্গলবার দুপুরে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। জানা যায়, ইকবাল হোসেন ও সইফুল মিয়া পেশায় ভাঙ্গাচোরা জিনিস ক্রেতা। তপন দাস পুরানো বাইক বিক্রি করবে বলে , ইকবাল হোসেন ও সইফুল মিয়াকে নিয়ে যায় তার বাড়িতে। সেখানে যাওয়া মাত্রই তপন দাস দেশি গাদা বন্দুক বের করে ভয় দেখাতে শুরু করে টাকা দেওয়ার জন্য ইকবাল হোসেন ও সইফুল মিয়াকে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তপন দাসের হাতে সাত হাজার টাকা তুলে দিয়ে কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে শ্রীরামপুর পুলিশ ফাঁড়িতে এসে তপন দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে।

এনডিএ সরকারের

● প্রথম পাতার পর

নাম নিলেই সব কিছু হয় না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতেও 'ইন্ডিয়া' শব্দটা ছিল। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গেও 'ইন্ডিয়া'র নাম রয়েছে। ওই বৈঠকে মোদী অভিযোগ করেন, বিরোধীরা সম্পূর্ণ দিশাহীন। আসলে ওদের কাজই হল শুধু প্রতিবাদ করা। তাঁর দাবি, বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসবে। কেন্দ্রের বিজেপি-বিরোধী জোটকে মোদীর বিদ্রুপের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাহুল টুইটে রাহুল গান্ধী লেখেন , এদিন নিজের অফিশিয়াল ট্যুইটার হ্যান্ডেল থেকে রাহুল গান্ধী লেখেন, 'আপনি যে নামেই আমাদের ডাকুন মিস্টার মোদী, আমরাই ইন্ডিয়া। আমরাই মণিপুরের পাশে থেকে প্রতিটি মহিলা ও শিশুর চোখের জল মোছার চেষ্টা করব। আমরাই সবার জন্য ভালবাসা ও শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনব। মণিপুরে ভারতের ধারণাকে ফিরিয়ে আনব আমরাই।'

প্রতিবেশী

● প্রথম পাতার পর

করতে পেরে এই ঘটনা যাতে বেশিদূর না এগোতে পারে সেই বিষয়ে ময়দানে নেমেছে স্থানীয় শুভ চিন্তক মহল সহ এলাকার গ্রামপ্রধান। প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসার পর উভয়কে সাথে নিয়ে এলাকার বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা এবং গ্রামপ্রধান গোটা ঘটনার ফয়সালা করবেন বলে জানা গেছে। এদিকে হাসপাতাল সূত্রে খবর, শিপ্রা সরকারের মাথায় আঘাত থাকলেও আতঙ্কিত হওয়ার মত কিছু নেই, তিনি বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছেন।

করিমগঞ্জের চা বাগানগুলিতে সচেতনতা কর্মসূচি

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : 'সুরক্ষিত শৈশব সোনালী অসম'-এর অধীনে করিমগঞ্জ জেলায় জেলা শিশু সুরক্ষা বিভাগ বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই অধীনে ২২ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত করিমগঞ্জ জেলার চা বাগানগুলিতে শিশু সুরক্ষার জন্য সচেতনতামূলক কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।এতে ২২ জুলাই জেলার লঙ্গাই চা বাগানে এই সচেতনতা কার্যসূচির সূচনা করা হয়েছে। এর সঙ্গে সিংলাছড়া চা বাগান, হাতিখিরা চা বাগান, হাতিখিরা ২০ নম্বর ডিভিশন চা বাগান, শিশু সুরক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যসূচি চলবে।

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি মীনাক্ষী সরকার, স্বামী-শ্রী বিক্রম দাস, পিতা-মনোরঞ্জন সরকার, নিবাস- শ্রীনগর রোডনং-১, থানা-এডি নগর, জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা এর বাসিন্দা।

আমার প্রকৃত নাম ও পদবী শ্রীমতি মীনাক্ষী সরকার। আমার কিছু নথিপত্রে শ্রীমতি মীনাক্ষী সরকার দাস নাম ও পদবী হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। এফিডেভিট মূলে আমি জানাচ্ছি যে শ্রীমতি মীনাক্ষী সরকার এবং শ্রীমতি মীনাক্ষী সরকার দাস একই ব্যক্তি।

স্বাক্ষর
মীনাক্ষী সরকার

ক্রীড়াঙ্গন

দুই গোষ্ঠীর চাপে টিসিএ কর্মীদের অবস্থা বেহাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। টিসিএর কর্মীদের অবস্থা একদমই বেহাল। দুই গোষ্ঠীর চাপে টিসিএর কর্মীদের হাল অনেকটা না ঘরকা না ঘাটকা। অভিযোগ, টিসিএ কাণ্ডে জড়িত কিছু অচেনা লোক এখন প্রতিদিনই ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে টিসিএ অফিসে। এই অচেনা লোক গুলো কারা, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েই। টিসিএ কান্ড ঘিরে তদন্ত হোক, এটা সচিব তাপস ঘোষের ও দাবি। কিন্তু প্রশ্ন হলো ক্রিকেটের অফিসে গুন্ডাদের কি কাজ। প্রাপ্ত খবর এরকম যে, তপন লোধের নেতৃত্বে সেই অচেনা লোকগুলো প্রতিনিয়ত ধমকি, হুমকি দিয়ে চলেছে টিসিএ অফিসের কর্মীদের। কয়েকজন কর্মীকে তো অফিসে না আসতে হুলিয়া জারি করেছেন তপন লোধ এন্ড কোংরা। আর কয়েকজনকে জোর করে অফিসে আনা হচ্ছে। কর্মীরা নাকি কাজ করতে চাইছে না। প্রতিটি স্টাফ মানসিক ভাবে হেনস্থা হচ্ছেন প্রতিদিন। এখন পরিস্থিতি এতটাই জোরালো যে, টিসিএর সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের বেতন হবে কিনা, তা নিয়েই চলছে গুঞ্জন। অভিযোগ তপন লোধ এবং জয়ন্ত দের দিকেই। অচেনা লোক গুলো নাকি তাদেরই সাগরেদ বলে খবর। গত ১৯ জুলাইয়ের পর থেকে টিসিএ অফিসের কান্ড কারখানা ঘিরে রীতিমতো ছি ছি রব উঠেছে। টিসিএর কর্মীদের হাল এককথায় বেহাল।

দক্ষিণ জেলায় ম্যারাথন সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ক্রান্তি বীরদের সম্মানার্থে দক্ষিণ জেলায় ম্যারাথন অনুষ্ঠেয়। এতে বালক বিভাগে ১০কিমি এবং বালিকা বিভাগে ৮ কিমি দৌড় প্রতিযোগীতা সম্পন্ন। মোট ১০৯জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে এই ম্যারাথনে।বালক,বালিকা উভয় বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারীকে দেয়া হলো যথাক্রমে ১০,৫ এবং ৩ হাজার টাকার আর্থিক সন্মান। ম্যারাথনের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্যরাও।

তেলিয়ামুড়ায় টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পরিচালিত সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা দখল করলো প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব।সোমবার ফাইনাল ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় নেতাজি স্মৃতি সংঘ। শুরুটা প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাবের তেমন ভালো না হলেও নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে বিনিময়ে

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER (PNIT)

For and on Behalf of the Governor of Tripura, e-Tender in Two Bid System is hereby invited from Manufacturer/ Authorized suppliers and distributors for the Supply of Fishery inputs – Mustard Oil Cake (M.O.C) and Quick Lime to the Khowai Sub-Division of the State of Tripura for implementation of different pisciculture scheme, meeting the pre-qualifying criteria for the supply mentioned below through online bidding on the website https://tripuratenders.gov.in having Digital Signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India and which can be traced up to the chain of trust to the Root Certificate of CCA.

NIT No.	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity	Estimated Tender Value	Necessary Dates & Time
No. F.4(32)-SF/KHW/DEV/TEND/2023-24/900	Supply of Mustard Oil Cake to the Khowai Sub-Division of the State of Tripura for implementation of different Pisciculture schemes	20 MT	6.58 lakhs	Bidding Document can be downloaded from 26/07/2023 at 4.00 hrs. Last Date of Online submission of e-tender: Up to 16/08/2023 till 15.00 hrs. Time as per clock time of e-procurement website
No. F.4(32)-SF/KHW/DEV/TEND/2023-24/901	Supply of Quick lime to the Khowai Sub-Division of the State of Tripura for implementation of different Pisciculture schemes	20 MT	3.00 lakhs	

All the future modifications /corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

25/7/23
(SOMA MAJUMDER)
SUPDT.OF FISHERIES
KHOWAI SUB-DIVISION

ICA/C-1564/23

ADVERTISEMENT

Applications are invited in the prescribed format from the eligible candidates serving under the different Departments of the Government of the State of Tripura or Public Sector Undertakings of the State of Tripura for recruitment to the following posts of Tripura Bhawans (New Delhi, Kolkata and Guwahati) on deputation basis :

Sl. No.	Name of the post	Required qualification for recruitment	Number of post and pay scale.
1.	Head Clerk/ Accountant	i) Degree from a recognised University. ii) At least 7 (seven) years experience in office works which should include 5 (five) years as UD Clerk having passed Accounts training. OR Holding analogous post.	2 nos. (Pay Scale : Level -10)
2.	Lower Division Clerk (LDC)	i) Minimum Madhyamik passed. OR Holding analogous post.	2 nos. (Pay Scale : Level -07)
3.	Head Bearer	i) Class VIII Standard passed. ii) Holding the post of Bearer / Attendant / Protocol Attendant / Group –D with 5 years qualifying service in the Grade. OR Holding analogous post.	2 nos. (Pay Scale : Level -06)
4.	Protocol Officer	i) Degree from a recognised University. ii) Fluency in English, Bengali and Hindi. iii) 3 years experience in Protocol and Management work. OR Holding analogous post.	1 no. (Pay Scale : Level -12)
5.	Protocol Assistant	i) Degree from a recognised University. ii) Fluency in English, Hindi and Bengali. iii) Experience in protocol works. OR Holding analogous post.	1 no. (Pay Scale : Level -09)
6.	Junior Cook	i) VIII Standard passed. OR Holding Group –D post and having experience in cooking for 5 years. OR Holding analogous post.	2 nos. (Pay Scale : Level -03)

The deputation period will be for a period of 2 (two) years. The deputation period may be extended. Candidates may prefer the location of Tripura Bhawan in applications. No Objection Certificate issued from the concerned authority, educational certificate, experience certificate and other testimonials of the applicant should be submitted with the application. Incomplete application will be rejected summarily. The decision of the authority of the GA (SA) Department shall be final in respect of selection of the candidates. The applications should be reached to the Deputy Secretary, GA (SA) Department, Secretariat, New Capital Complex, Agartala- 799010, West Tripura within 31st August, 2023 during office hours. No TA/ DA shall be admissible for this purpose.

25.07.2023
(Ashim Saha)
Deputy Secretary to the
Government of Tripura

APPLICATION FORMAT

Post applied for .....

1. Name & Designation:
2. Father's name:
3. Date of birth.:
4. Name of the Department/ Office with address in which he/she is working :
5. Employee ID :
6. Academic Qualification:
7. Address i) Present:
ii) Permanent:
8. Period of service rendered in the respective post(s):
9. Pay scale of the existing post holding by the applicant:
10. Preference of posting (1,2,3) : ☐ New Delhi ☐ Kolkata ☐ Guwahati
11. Declaration: I do hereby declare that all the details mentioned above are true according to the best of my knowledge and I hold the responsibility for the correctness of the above-mentioned particulars else of which I shall be liable for false information.

Place:
Date:
Yours faithfully
Enclo:

ICA/D-651/23

বি-ডিভিশন: দেবরাজের জোড়া গোল বুলেটসের সঙ্গে শীর্ষে ব্লাডমাউথ ক্লাব

ব্লাডমাউথ-৩ — মৌচাক-০

(দেবরাজ-২, অমিত)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো ব্লাডমাউথ ক্লাব। ৫ ম্যাচ খেলে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে নাইন বুলেটস ক্লাবের সঙ্গে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে পৌছে গেলো সুভাষ বসু-র কমলা কালো দল। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাবের ফুটবলাররা দাপুটের সঙ্গে খেলে ৩-০ গোলে জয় পায়। বিজয়ী দলের দেবরাজ জমাতিয়া জোড়া গোল করেন। মঙ্গলবার প্রথমার্ধে সুজিত ঘোষের মৌচাক ক্লাবের ফুটবলাররা কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেও দ্বিতীয়ার্ধে যেনও খেই হারিয়ে ফেলে। দেবরাজদের ক্রমাগত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েন রিংহোর জমাতিয়া-রা দ্বিতীয়ার্ধে। সঙ্গে কিছুটা ছিলো দমের অভাব। ওই সুযোগের পুরো ফায়দা তুলেন ব্লাডমাউথের ফুটবলাররা। তার উপর সুভাষ বসু-র মোক্ষম চালে বাজিমাৎ হলো ম্যাচে।

দ্বিতীয়ার্ধে দেবরাজ জমাতিয়াকে কিছুটা নীচে নামিয়ে ব্যবহার করেন ব্লাডমাউথ কোচ। যাতে মাঝমাঠ থেকে আক্রমণের গতি বাড়ে। ময়দানের লাকি কোচ সুভাষ বসু-র ওই মোক্ষম চাল আচই করতে পারেননি মৌচাকের কোচ। প্রথমার্ধ গোলশূণ্য থাকার পর ৫৪ মিনিটে দেবরাজ জমাতিয়া-র গোলে এগিয়ে যায় ব্লাডমাউথ ক্লাব। এর ৮ মিনিট পর নিজের এবং দলের দ্বিতীয় গোল করে দেবরাজ জমাতিয়া ব্যবধান বাড়ান। ৭৯ মিনিটে মৌচাকের বাসায় শেষবার ঢিল ছুড়েন্মিত জমাতিয়া। ৩ গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পর থেকে রক্ষণাত্তক ফুটবল খেলে কোনও ক্রমে সময় কাটান মৌচাকের ফুটবলাররা। ম্যাচটি পরিচালনা করেন সত্যজিৎ দেবরায়।

স্কুল স্পোর্টস বোর্ডে পদোন্নতি অপু রায়ের

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
নাইন বুলেটস	৫	৪	১	০	১৬-৩	১৩
ব্লাডমাউথ	৫	৪	১	০	১৩-২	১৩
কল্যাণ সমিতি	৫	৪	০	১	১০-৮	১২
মৌচাক	৬	২	০	৪	১০-১০	৬
ভারতরত্ন	৫	১	২	২	৩-৬	৫
স্পোর্টস স্কুল	৫	১	১	৩	৭-১১	৪
পুলিশ	৫	১	১	৩	৩-৯	৪
নবোদয়	৪	০	০	৪	৪-১৭	০

মহিলা লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
জম্পুইজলা	৬	৫	০	১	৩৪-৪	১৫
স্পোর্টস স্কুল	৫	৫	০	০	২৭-২	১৫
ফুলো ঝানু	৬	৩	১	২	২৭-৬	১০
কিল্লা মর্নিং	৫	৩	১	১	১৯-৮	১০
চলমান	৬	২	০	৪	৬-২৪	৬
ইকফাই	৬	১	০	৫	৩-৬০	৩
পুলিশ	৬	০	০	৬	০-১২	০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। পদোন্নতি হলো শারীর শিক্ষক অপু রায়-এর। এখন রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হলেন। আগে ছিলেন পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব।

মঙ্গলবার ক্রীড়া দপ্তরের অতিরিক্ত আধিকারিক এক চিঠিতে অপু রায়কে ওই পদের দায়িত্বভার সামলানোর কথা জানান। সংবাদ লিখা পর্যন্ত এখনও তিনি দায়িত্বভার নেন নি। তবে তিনি বলেন,'ওই পদোন্নতি আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিলো। চেষ্টা করবো যতাযোগ্য মর্যাদায় দায়িত্ব পালন করতে'। পদোন্নতি হওয়ায় তিনি প্রফেসর মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা এবং ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মহিলা ফুটবল : সুয়ারির হ্যাটট্রিক সহ ৪ গোল তালিকার শীর্ষে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার

জম্পুইজলা-৭ — চলমান-০

(সুয়ারি-হ্যাটট্রিক সহ ৪ টি, সঙ্গিতা-২, নিশা)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। সুপার ফোর আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। দেখার ছিলো গ্রুপ লিগে কত নম্বর স্থান পেযে শেষ চারে জায়গা করে নিতে পারে সুবোধ দেববর্মা-র জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। মঙ্গলবার চলমান সঙ্ঘকে একপ্রকার বিদ্ধস্ত করে গ্রুপ লিগে দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করে নিলো। আপাতত গ্রুপে ৬ ম্যাচ খেলে জম্পুইজলার পয়েন্ট ১৫। এক ম্যাচ কম খেলে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পয়েন্ট ১৫। আজ গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল খেলবে কিল্লা মর্ণিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মঙ্গলবার আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলেই জয় পায় জম্পুইজলা। ম্যাচে হ্যাটট্রিক সহ ৪ গোল করেন সুয়াইর দেব। দুটি গোল করলেও হ্যাটট্রিক করার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেছেন সঙ্গিতা রায়। নতুবা ব্যবধান আরও বাড়তো। ম্যাচে জয়ী জম্পুইজলা এক ডজন গোলেও জয় পেতো তাহলে অবার হওয়ার কিছু ছিলো না। শুরুতেই গোল পেয়ে যাওয়ার পর আত্মতুষ্টিতে ভুগে বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করতে দেখা গেছে জম্পুজলাকে।

ম্যাচ শুরুর ১৫ মিনিটের মাথায় নিশা জমাতিয়া-র গোলে এগিয়ে যায় জম্পুইজলা। গোল পাওয়ার পর থেকে আর পেছনে পিরে তাকাতে হয়নি দলকে। ২৩,৩৩, ৪৬ এবং ৫৩ মিনিটে পর পর ৪ টি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন সুয়ারি দেববর্মা। এরপরই ভেঙ্গে পড়ে চলমান সঙ্ঘ। একঝাক নবাগত ফুটবলার নিয়ে গড়া চলমান সঙ্ঘের কোচ এরপর গোটা দলকে নিচে নামিয়ে আনেন।

এবং রক্ষণাত্তক ফুটবল খেলার নির্দেশ দেন। ম্যাচের ৫৯ এবং ৭০ মিনিটে সঙ্গিতা রায় পর পর দুটি গোল করেন। ৭-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর আরও গোল করার মতো সুযোগ পেয়েছিলো জম্পুইজলা। কিন্তু আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় জাল নাড়াতে পারেনি। ম্যাচটি পরিচালনা করেন অসীম বৈদ্য।

জাতীয় জুনিয়র দাবার জন্য রাজ্য দল গঠন ২৯-৩০ জুলাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। আগামী ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর গুজরাটে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় জুনিয়র অনূর্ধ ১৯ দাবা প্রতিযোগিতা। এই লক্ষ্যে আগামী ২৯ ও ৩০ জুলাই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা। এই নির্বাচনী প্রতিযোগিতা থেকেই জাতীয় দলের নির্বাচন করা হবে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবারুদের ৫০০ টাকা এন্টি ফি সহ নাম জমা দেওয়ার জন্য সংস্থার অফিস গৃহে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। নাম জমা দিতে হবে ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে। এক্ষেত্রে ৬০ প্লাস ৩০ বাছাই পর্ব হবে এবং খেলোয়াড়দের এআইসিএফ আইডি ২০২৩-২৪ বছরে আপডেট থাকা বাধ্যতামূলক। আসরের খেলা পরিচালনা করবেন জাতীয় আরবিটার অনুপম ভট্টাচার্য। অল ত্রিপুরা চেস এসোসিয়েশনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অভিজিৎ ঘোষ এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

রাখাল শিল্ড ফুটবলে অংশ নিলো ৭ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুলাই।। আপাতত এন্টি নিলো ৭ টি ক্লাব। রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য। ইতোমধ্যে রামকৃষ্ণ ক্লাব, এগিয়ে চলো সঙ্ঘ, জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন, লালবাহাদুর ব্যায়মাগার, ফরোয়ার্ড ক্লাব, বীরেন্দ্র ক্লাব এবং ত্রিপুরা পুলিস রিক্রিয়েশন ক্লাব আসরে অংশ নেওয়ার সম্মতি জানিয়েছে। রাখাল কমিটির সচিব কৃষ্ণপদ সরকার এখবর জানান।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
কল্যাণ সমিতি	৪	৪	০	০	৯-৩	১২
নাইন বুলেটস	৪	৩	১	০	১১-২	১০
ব্লাডমাউথ	৩	২	১	০	৮-২	৭
ভারতরত্ন	৪	১	১	২	৩-৬	৪
পুলিশ	৪	১	১	২	৩-৭	৪
মৌচাক	৪	১	০	৩	৪-৫	৩
স্পোর্টস স্কুল	৪	১	০	৩	৭-১১	৩
নবোদয়	৩	০	০	৩	২-১১	০

e-PT- 6/CE/RD/2023-24 dt. 18/7/2023(2nd Call)

The Executive Engineer-I, O/o the Chief Engineer, RD Department invites tender from the eligible bidders Up to 3 PM of 27/07/2023 (office date and hour only) for hiring of 1(one) No. Maruti Omni Van including fuel and driver for the use of the office of the Chief Engineer, RD Department, Agartala . For details visit website http://tripura.gov.in and http://rural.tripura.gov.in/ contact at 0381 232-9358. Any Subsequent corrigendum will be available in the website.

[Er. A. Manik]
Executive
Engineer-I, O/o
the
C.E (RD)
Gurkhabasti,

ICA/C-1568/23

জাতীয় শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলের জন্য গুণগত শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া, জানালেন এনআইটি আগরতলার অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির (এনইপি ২০২০) প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এনআইটি আগরতলা মিশন মুডে কাজ করবে। ইতিমধ্যেই এনআইটি আগরতলায় জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। আজ আগরতলার শ্যামলী বাজারস্থিত এনআইটি আগরতলার ট্রানজিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এনআইটি আগরতলার অধিকর্তা অধ্যাপক এস কে পাত্র একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ২৯-৩০ জলাই ২০২৩ নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানের আইটিপিও-তে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বক্তব্য রাখবেন। এই অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য, অধিকর্তা ও শিক্ষাবিদদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে এনআইটি আগরতলার অধিকর্তা অধ্যাপক এস কে পাত্র বলেন, মূলত: শিক্ষা ব্যবস্থায় নমনীয়তা এনে গ্রস এনরোলমেন্ট রেসিও (জিইআর) বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। যাতে করে ২০৩০-এর মধ্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে জিইআর ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা যায়। এই জাতীয় শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলের জন্য গুণগত শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া, গতানুগতিক শিক্ষার সাথে পেশাগত ও দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষার মিলন ঘটানোর প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানো। অধিকর্তা শ্রীপাত্র জানান, এনআইটি আগরতলার শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা এনআইটি আগরতলা ইতিমধ্যে ক্রেডিট ট্রান্সফার ও গবেষণামূলক সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিষ্ঠানের সাথে মউ স্বাক্ষর করেছে। বিটেক প্রথমবর্ষের কিছু কোর্স স্থানীয় ও আ'লিক ভাষায় শেখানোর প্রস্তাব রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় নমনীয়তার সাথে মাল্টিপল এন্ট্রি ও মাল্টিপল এগজিট চালু করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে অধিকর্তা জানান, ইতিমধ্যে এনআইটি আগরতলাতে বিএস এমএস এবং বিটি এমটি-তে ডুয়্যাল ডিগ্রি কোর্সের সুবিধা রয়েছে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা মাল্টিপল এগজিট নিতে পারবে। মাল্টি এন্ট্রির এবং ক্রেডিট ট্রান্সফার-এর জন্যও আগামীদিনে নতুন মউ স্বাক্ষরিত হতে পারে। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের সুবিধা অনুযায়ী পড়াশুনা করতে পারেন সেজন্য এনআইটি আগরতলা একাডেমিক ব্যাঙ্ক অব ক্রেডিটস (এবিসি)-এর নথিভুক্ত হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষার বিকাশ ঘটবে। বিভিন্ন শাখার সংমিশ্রণে পড়ার সুযোগ হবে এবং ছাত্রছাত্রীরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে এনআইটি আগরতলার অধিকর্তা আরও জানান, এনআইটি আগরতলায় অন্যান্য অনেক সুবিধা রয়েছে। এনআইটি আগরতলার ফ্যাকাল্টিরা ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম পরিচালনাতেও অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রয়োগ, স্টার্ট আপ ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা করার জন্য একটি বিশেষ সেল চালু করা হয়েছে। ককবরক ভাষার সার্টিফিকেট কোর্স সহ বিভিন্ন সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে ভার্চয়াল ল্যাব, ডাটা সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি, রোবোটিকস বিষয়ে পড়ার সুযোগ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাস্তবিক শিল্প দুনিয়ার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বাস্তবিক অভি'তা নেওয়ার সুযোগ।

রিকশার ধাক্কায় হত মহিলা

চড়াইদেও (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : চড়াইদেও জেলা সদর শহর সোনারিতে ব্যাটারিচালিত রিকশার ধাক্কায় জনৈক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। নিহত মহিলাকে মথুরাপুর লাচিতনগরের বাসিন্দা সুশীলা খদাল বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।ঘটনা আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে সংঘটিত হয়েছে। রাস্তার পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন সুশীলা খদাল। কিন্তু আচমকা একটি ব্যাটারি চালিত রিকশা পেছন থেকে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। পথচারীরা গুরুতর আহত মহিলাকে রাস্তা থেকে তুলে বেসরকারি হাসপাতাল কনকলতা নার্সিংহোমে নিয়ে যান। হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মাথায় আঘাত লাগায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানান ডাক্তার।

মণিপুর প্রসঙ্গে রাহুলকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের জবাব, বাংলা ও রাজস্থানের কথা বলেন না কেন?

গুয়াহাটি, ২৫ জুলাই (হি.স.) : মণিপুর প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ঠুকেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন শুধু মণিপুর কেন? বাংলা ও রাজস্থানের কথাও বলুন।আজ মঙ্গলবার তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে 'ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স' নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কটূক্তির জবাব দিয়েছেন। টুইটারে ড় শর্মা বিরোধীদের আলোচনার দাবিকে "সহজাত পক্ষপাতিত্ব" বলে অভিহিত করে বলেছেন, বিরোধী "ইন্ডিয়া" (আই.এন.ডি.আই.এ) জোট শুধুমাত্র মণিপুর ইস্যুতে কথা বলে। অথচ বিজেপির আনুগত্য "ভারত"-এর প্রতিটি নাগরিকের প্রতি, তা মণিপুর হোক বা রাজস্থান কিংবা পশ্চিমবঙ্গ কিংবা অসম। টুইটারে তিনি আরও লিখেছেন, 'ভারত' জিতবে এবং তাঁকে জিততেই হবে।প্রসঙ্গত, এর আগে একটি টুইটে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'আপনি যা খুশি আমাদের বলতে পারেন মিস্টার মোদী। আমরা আই.এন.ডি.আই.এ ("ইন্ডিয়া")। আমরা মণিপুরকে সুস্থ করতে এবং প্রতিটি মহিলা ও শিশুর চোখের জল মুছতে সাহায্য করব। আমরা সমস্ত মানুষের জন্য ভালোবাসা এবং শান্তি ফিরিয়ে আনব। আমরা মণিপুরে ভারতের ধারণা পুনর্নির্মাণ করব।" রাহুলের এই টুইটের জবাব দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গন্ডাছড়ার বেহাল মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। গন্ডাছড়া মহকুমারীর দীর্ঘদিনের বেহাল মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং। তিপ্রা মথা দলের৪৪রাইমাভ্যালি শ্রীমতি নন্দিতা দেববর্মা গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। হাসপাতাল পরিদর্শনকালে ক্ষোভ প্রকাশ প্রকাশ করে জানান যে গন্ডাছড়া মহকুমায় জনজাতি প্রায় ৭০ হাজার লোক বসবাস করেন। ধলাই জেলার মধ্যে এই মহকুমা কি সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া। এলাকাবাসীর চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালটি একমাত্র হাসপাতাল। ৩৫ বছরের পুরানো এই হাসপাতাল মেরামতের কোন নাম গন্ধ নেই। বাম আমল থেকে রাম আমল পর্যন্ত একই অবস্থা। কখন ছাদ ভেঙে পড়বে, কখন ওয়ার্ড ধসে পড়বে তার কোন ঠিক নেই। নেই কোন সময় হাসপাতালে অঘটন ঘটে যেতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। চিকিৎসা করতে এসে হাসপাতালের বেহাল দশা দেখে অসুস্থরা আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। ভয়ে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করছেন আতঙ্কে। অজানা আতঙ্ক তাড়া করছে সিস্টারদের।শুধু আতঙ্ক কখন হাসপাতালে সাদ ও দেওয়ালের পলেস্তারা তাদের উপর পড়বে। পরিণত হয়ে যাবে ধ্বংসের স্তুপ। ভর্তি হওয়ার রোগীরা সুস্থ হয়ে বাড়িতে যেতে পারবেন না। এই ভয়ে সিস্টার থেকে চিকিৎসক হাসপাতালে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। গন্ডছাড়া মহকুমারবাসীর অভিযোগ বর্তমান সরকারের পাঁচ বছর আমরা তিন তিনজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেখেছি। বর্তমান এক বছরে আমরা একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেখেছি। অভিযোগ গন্ডাছড়াবাসীর ভাগ্যে জোটেনি একজন স্বাস্থ্য মন্ত্রীর এই বেহাল হাসপাতালটি দেখার। আজ বিজয়ীকা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেন যে দীর্ঘদিনের এই বেহাল হাসপাতালের সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

মহামন্ডলীর ভাবমূর্তীকে কলঙ্কিত করার অপপ্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ত্রিপুরা রাজ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহামন্ডলীর সদর সভাপতি নন্দলাল গোস্বামী মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তাদের সংগঠনকে কালিমা লিপ্ত করার অপপ্রয়াসের অভিযোগ তুলেন। তিনি বলেন,

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভাবাদর্শকে সামনে রেখে সুদীর্ঘ পচিশ বছর ধরে যে কার্যসূচী ত্রিপুরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহামন্ডলী নিষ্ঠার সহিত পালন করে চলছে তা কালিমালিপ্ত করতে কতিপয় ব্যক্তি অপপ্রয়াস চালিয়েছে। বিগত ২৪শে আগষ্ট উদয়পুর চন্দ্রপুরে তিন জেলা ভিত্তিক ধর্মসভাকে কলঙ্কিত করার জন্য ২১শে জুন উদয়পুর নিবাসী কোন এক ব্যক্তি চক্রান্তমূলকভাবে সেখানে বৈষ্ণবরা মারামারি করেছে বলে মিথ্যা কুটুক্তির ভিডিও করে সামাজিক মাধ্যম ফেইসবুকে পোষ্ট করলে ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগীয় ও শাখা কমিটির পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ধর্মসভাকে কেন্দ্র করে এ হেন মিথ্যা কুটোক্তি নিন্দনীয় ব্যাক্তির পরিচয়।

তাছাড়া, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহামণ্ডলীতে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে যিনি অনলস হয়ে অবিরাম বৈষ্ণবধর্ম প্রচার প্রসার চালিয়ে যাচ্ছে, যিনি মন্ডলীর কর্ণধার তথা কেন্দ্রীয় সচিব-সনাতন দাস গোস্বামী, উনার বিষয়ে অবৈধ জাল একটি চিঠি এক হস্তাক্ষরে ৪৩টি সই করা কাগজ যাতে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা মেঘলীপাড়াস্থিত শ্রী রাধাকৃষ্ণ আশ্রম হতে লিখিত, তা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে রানির বাজার, বণিক্য চৌমুহনীতে প্রচার করেন। এতে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মান হানি করেছে বলে আমাদের অভিমত। তা আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহামন্ডলী কোন মতেই মেনে নিতে পারি না। ধর্মীয় জগতে এহেন হেয় প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াসকে আমরা সুতীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। প্রতিহিংসামূলক ষড়যন্ত্র করা বৈষ্ণব ধর্মের নিতি নয়,তা একটি সমাজকে অধোদিকে ঠেলে দেয়। অবিলম্বে তা বন্ধ করা হউক, নতুবা অনর্থ ছায়ায় আমাদের ধর্মমত বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বিলোনীয়া বিদ্যাপিঠ স্কুলের উদ্যোগে শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ জুলাই।। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত স্কুল গুলির অন্যতম এবং সরকারি অনুদান প্রাপ্ত একটি স্কুল।১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ভারত পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর বর্তমান বাংলাদেশ অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গ চলে যায় পাকিস্তানের কাছে, সেই সময় থেকে দলে দলে হিন্দু বাঙালিরা জীবন জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে চলে আসে ত্রিপুরায়। আর এখান থেকেই শুরু হয় বাঁচার লড়াইটা। আর এই বাঁচার জন্য সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো শিক্ষা, সেই শিক্ষার জন্য তখনকার মত বিদ্যাপীঠ এলাকার শিক্ষিত সংস্কৃতিবান লোকেরা ছন ও বাঁশ দিয়ে তৈরী করে বিদ্যাপীঠ স্কুল ১৯৫০ সালে। আজ এই বিদ্যালয় একটি মহিরুহে পরিণত হয়েছে, এই বিদ্যালয় শিক্ষা সংস্কৃতি খেলাধুলায় একটি প্রথম সারির স্কুল। এই বিদ্যালয় একে একে পালন করেছে রৌপ্য জয়ন্তী, সুবর্ণ জয়ন্তী, বর্তমানে আজ সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রার মাধ্যমে এই রেলির শুভ সূচনা হয়, উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শ্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, এছাড়াও ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী অনুপম চক্রবর্তী সহ অন্য অতিথিগণ। শোভা যাত্রাটি বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের মূল পথ গুলি অতিক্রম করে আবারো বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়। শোভা যাত্রায় বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ বিদ্যালয়ের গত ৭০ বছরের ছবি রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার সামনে তুলে ধরা হয়। আগামী ২৬ এবং ২৭ এই দুইদিন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সম্ভবত আগামী ৭ই অগাস্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।। প্লাটিনাম জয়ন্তীকে নিয়ে বিদ্যালয় পরিসরে বেশ সাজ সাজ রব।।

মণিপুর সংহতি দিবস পালনের আহ্বান সিপিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় পরিষদের আহ্বানে আজ সারা দেশে "মনিপুর সংহতি দিবস" পালন করা ডাক দেওয়া হয়। এই আহ্বানে সারা দিয়ে আজ রাজধানী আগরতলাতেও মনিপুর সংহতি দিবস পালন করে সিপিআই ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদ।

পার্টি রাজ্য দপ্তর জুনু দাস ভবনের সামনে ফ্ল্যাগ ফেস্টুন হাতে সিপিআই কর্মীসমর্থকরা আজকের সংহতি দিবস থেকে জোরালো আওয়াজ তুলেন মণিপুরে অবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, মুখমন্ত্রী বীরেন সিং কে পদত্যাগ করতে হবে, সংসদে মনিপুর নিয়ে অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখতে হবে এবং সংসদে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।আজকের সংহতি দিবসে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সিপিআই রাজ্য সম্পাদক ডাঃযুধিষ্টির দাস, সিপিআই রাজ্য সহ-সম্পাদক মিলন বৈদ্য এবং সিপিআই রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কৃষক নেতা রাসবিহারী ঘোষ।আজকের সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআই নেত্রী তুলসী দাস কপালি, জয়া বিশ্বাস, সিপিআই নেতা মনোরঞ্জন ত্রিপুরা, বিভাস ভট্টাচার্যী সহ অন্যান্যরা।

মণিপুরে আমরা ইন্ডিয়া নামের নতুন অর্থ গড়ে তুলব, প্রধানমন্ত্রীর জঙ্গি-খোঁচার জবাব রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই (হি.স.): 'মণিপুরে আমরা ইন্ডিয়া নামের নতুন অর্থ গড়ে তুলব।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-কে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের তুলনার জবাবে একথা বলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

মঙ্গলবার সকালে রাজধানীতে বিজেপির সংসদীয় দলের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বৈঠকেই বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-কে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের তুলনা করলেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার বিজেপির সমসদীয় দলের বৈঠকে মোদি একই সঙ্গে 'ইন্ডিয়া'র বিরোধীতা করতে গিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রসঙ্গও টেনে আনেন। তিনি বলেন, ইন্ডিয়া নাম নিলেই সব কিছু হয় না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতেও 'ইন্ডিয়া' শব্দটা ছিল। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গেও 'ইন্ডিয়া'র নাম রয়েছে। ওই বৈঠকে মোদী অভিযোগ করেন, বিরোধীরা সম্পূর্ণ দিশাহীন। আসলে ওদের কাজই হল শুধু প্রতিবাদ করা। তাঁর দাবি, বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসবে। কেন্দ্রের বিজেপি-বিরোধী জোটকে মোদীর বিদ্রুপের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রাহুল টুইটে রাহুল গান্ধী লেখেন , এদিন নিজের অফিশিয়াল ট্যুইটার হ্যান্ডেল থেকে রাহুল গান্ধী লেখেন, 'আপনি যে নামেই আমাদের ডাকুন মিস্টার মোদী, আমরাই ইন্ডিয়া। আমরাই মণিপুরের পাশে থেকে প্রতিটি মহিলা ও শিশুর চোখের জল মোছার চেষ্টা করব। আমরাই সবার জন্য ভালবাসা ও শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনব। মণিপুরে ভারতের ধারণাকে ফিরিয়ে আনব আমরাই।' প্রধানমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে রাজ্যসভায় পাল্টা বলেছেন, মণিপুর নিয়ে আমরা আলোচনা চাইছি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিয়ে কথা বলছেন। রাজ্যসভার সিপিএম সাংসদ তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া, উনি 'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে যা বলেছেন, যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা শুধু বিরোধী জোটকেই নয়, দেশকে অপমান করার শামিল। পাশাপাশি একই ইস্যুতে জয়রাম রমেশ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা বলেন, 'এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছেন মোদী।' রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' একটা প্রভাব ফেলেছে মোদী বাহিনীর ওপর।

করিমগঞ্জের সেটেলমেন্ট কার্যালয় সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ জুলাই (হি.স.) : করিমগঞ্জের সেটেলমেন্ট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয় ২৪ জুলাই থেকে সাময়িকভাবে করিমগঞ্জের লঙ্গাই রোডে অবস্থিত জেলা শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র সংক্ষেপে ডিআইসিসি-র পুরনো ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।করিমগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত সেটেলমেন্ট অফিসার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর দিয়ে জানিয়েছেন, সেটেলমেন্ট অফিসের বর্তমান আসাম টাইপের ভবন অনেক পুরনো এবং জীর্ণদশায় রয়েছে, যা কর্মসংস্কৃতির জন্য উপযুক্ত নয়। পাশাপাশি ওই ভবনের প্লিন্থ নিচু অবস্থানে রয়েছে। প্রায়ই বৃষ্টির জল ওই ভবনে জমা হয়ে থাকে। যার ফলে ভবনটি কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় নয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জের জেলাশাসক ও ডিআইসিসি-র জেনারেল ম্যানেজারের সহমর্মিতার ভিত্তিতে সেটেলমেন্ট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয় সাময়িকভাবে ডিআইসিসি-র পুরনো ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

বর্ষামঙ্গল উৎসবের মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্ক'তির ধারা বিকশিত হয় ঃ তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে ঊনকোটি জেলাভিত্তিক বর্ষামঙ্গল উৎসব-২০২৩ গতকাল সন্ধ্যায় ফটিকরায়ের নজরুল কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস গতকাল সন্ধ্যায় বর্ষামঙ্গল উৎসব উপলক্ষে 'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে' শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বলেন, বর্ষা প্রক'তির অঙ্গ। গ্রীমের প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে বৃষ্টির ছোঁয়ায় আমরা যেমন উজ্জীবিত হই তেমনি বৃষ্টির স্পর্শে প্রক'তিতেও নতুন গাছপালার সৃষ্টি হয়। এই নতুনের স্পর্শে আমরাও নিজেদেরকে নতুনভাবে গড়ে তুলি, নিজেদের সতেজ করি। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে নিজেদের সমৃদ্ধ করি। তিনি বলেন, বর্ষামঙ্গল উৎসবের মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্ক'তির ধারা বিকশিত হয়। তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী জেলাভিত্তিক বর্ষামঙ্গল উৎসব ফটিকরায়ে উদযাপনের জন্য তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমারঘাট মহকুমা তথ্য ও সংস্ক'তি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক শুভাশীষ সেনগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন ফটিকরায় গ্রামপা'য়েতের প্রধান রাজীব দাস, আম্বেদকর মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. সুব্রত শর্মা ও সমাজসেবী কার্তিক দাস। অনুষ্ঠানে সমবেত সঙ্গীত, নৃত্য ও একক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

খাঁন্দরায় ইসিএলের পরিত্যাক্ত স্কুল ভেঙে পড়ল, চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ২৫ জুলাই (হি. স.) : হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ইসিএলের পরিত্যাক্ত স্কুলের ছাদ। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের খান্দরা পঞ্চায়েতের সিদুলি কোলিয়ারি এলাকায়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।ঘটনায় জানা গেছে, খান্দরা পঞ্চায়েতের সিদুলি কোলিয়ারি এলাকায় ছিল ইসিএল পরিচালিত হিন্দি মাধ্যম একটি স্কুল। বছর কয়েক আগে স্কুলটি বন্ধ করে দেয় ইসিএল। বর্তমানে পরিত্যক্ত স্কুলটি তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল। সম্প্রতি পঞ্চায়েত ভোটে স্কুলটিতে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র করা হয়েছিল। ভোটের দিন ও তার আগের দিন এই স্কুলটিতেই ছিলেন ভোট কর্মী ও নিরাপত্তা রক্ষীরা।মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা ওই পরিত্যাক্ত স্কুলের ছাদ হুড় মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। বিকট শব্দ শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে আসে। সে সময় ঘটনাস্থলে কেউ না থাকাই কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বাসিন্দারা জানান,'রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই স্কুলটির বেহাল দশা হয়েছে। সম্ভবত সেই কারনে ছাদ সহ গোটা কাঠামো ভেঙে পড়েছে বলে ধারনা গ্রামবাসীদের।

ভোটের ফল বিশ্লেষণে শুরু সিপিএম পঃবঙ্গ কমিটি বৈঠক

কলকাতা, ২৫ জুলাই (হি স)। পঞ্চায়েত নির্বাচনের চুলচেরা বিশ্লেষণে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল সিপিএম দু'দিনের রাজ্য কমিটি বৈঠক। বৈঠকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা ভিত্তিক ফলাফলের তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরবেন জেলা নেতৃত্ব।গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২.৫৭ শতাংশ, পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৪.০২ শতাংশ এবং জেলা পরিষদে প্রায় ১২ শতাংশ ভোট পেয়েছে সিপিএম। একুশের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিতে চলে যাওয়া ভোট কতটা নিজের ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারল দলের নেতারা তা নিয়ে হিসেব কষে দেখবে আলিমুদ্দিন। কোথায় সাফল্য পেল দল আর কোথায় ব্যর্থতা তা নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বকে হিসেব দেবে জেলা নেতৃত্ব। অন্যদিকে আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের আগের নিজেদের মান যাচাই করে দেখবে সিপিএমের রাজ্য কমিটি।২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিতে চলে যাওয়া ভোট। পঞ্চায়েত নির্বাচনে চলে যাওয়া ভোটের কিছুটা হলেও ফিরেছে। তার কৃতিত্ব ক্ষানিকটা দলের নবীন প্রজন্মেরও। দলের রণকৌশলের পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের পরিশ্রমের কৃতিত্ব দিচ্ছে আলিমুদ্দিন। সিপিএমের রাজ্য কমিটির এক সদস্যের কথায়, ভোটের আগে থেকে দলের রাজ্য সম্পাদক রাজ্যের জেলায় জেলায় ঘুরে পরিস্থিতি খতিতে দেখেছেন। সেই মতোই ভোটের কর্মীদের কাজে নামানো হয়েছিল। ভোটের আগে থেকেই দলের কর্মী সমর্থকেরা যে ভাবে কাজ করেছে তার ফলপ্রসূত ভোট বেড়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটের সংখ্যায় বাড়ায় খুশি রাজ্য নেতৃত্ব।

ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে আগরতলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

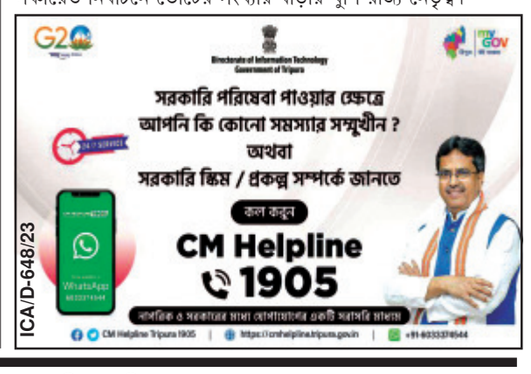

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।